Annual Subscription : Rs. 240.00
Single Issue : Rs. 20.00
ISSN : 0017 - 324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বিশেষজ্ঞ দ্বারা মূল্যায়িত গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র

বর্ষ ৭৪, সংখ্যা ১২ চৈত্র, ১৪৩১

সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায়
সহ-সম্পাদক ঃ প্রদোষ কুমার বাগচী
সম্পাদকমণ্ডলী ঃ সত্যব্রত ঘোষাল ড. স্বপ্না রায় গৌতম গোস্বামী ড. জয়দীপ চন্দ

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

শুভ হোক নবযাত্রা (সম্পাদকীয়) ৩

ডঃ সুবল চন্দ্র বিশ্বাস ৪
আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চীনের প্রতিষ্ঠাতা মাও জেদং-এর জীবন ও কর্মে বইপত্র এবং গ্রন্থাগারের প্রভাব

ডঃ মৌটুসী বসাক ৮
সত্যজিতের গোয়েন্দা গল্পে ফেলুদার আবির্ভাব ঃ একটি বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ

ডঃ গৌতম মুখোপাধ্যায় ১২
সেমান্টিক্ স্কলার ঃ কৃত্রিম মেধা চালিত গবেষণা-সাধনী

সোমা চক্রবর্তী ১৫
ইমিডিয়েট বস্

শতবর্ষে ফিরে দেখা ১৭

পরিষদ কথা ১৯
১. দ. ২৪ পরগণা জেলা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা
২. কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় ও হুগলী জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে হুগলী জেলা শাখা আয়োজিত আলোচনা সভা
৩. দাতাদের তালিকা

গ্রন্থাগারকর্মী সংবাদ ২৪

English Abstracts : (Vol. 73, No. 12, March, 2024) ২৫

আপনি কি আপনার গ্রন্থাগারে লাইব্রেরি সফট্ওয়্যার নেওয়ার কথা ভাবছেন?
ভাবছেন কোন সফট্ওয়্যার নেব, কার কাছ থেকে নেব, ভবিষ্যতে সাপোর্ট পাব তো?
আরো ভাবছেন সফট্ওয়্যারের দাম সাধ্যের মধ্যে হবে তো?

কোহা'র কাস্টমাইজড ভার্সান

(সম্পূর্ণ লিনাক্স-এ (উবুন্তু/ডেবিয়ান) করা এই সফট্ওয়্যার গ্রন্থাগারগুলির দৈনন্দিন কাজে অত্যন্ত সহায়ক)
আমরা এবার

২০০ পেরোলাম

হ্যাঁ, অন্যান্যদের অনেক প্রলোভন কাটিয়ে, শুধু বিশ্বাস আর পরিষেবায় ভরসা করে বর্তমানে ২০০টির বেশি লাইব্রেরি আমাদের কাস্টমাইজড্ কোহা ব্যবহার করছেন। অপেক্ষায় আছেন আরও অনেকে। তাই পরিষদের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের আস্থায় আমরা আপ্লুত। আপনাদের ভরসার কারণঃ

প্রতিষ্ঠানটির নাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
টেকনোলজির কচ্কচানি নয়, গ্রন্থাগারের মতন করে কাস্টমাইজ করা
মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয়, খোলাখুলি যা করা সম্ভব তা বলা
কোন লুকানো দাম নেই বা এএমসির জন্য জোরাজুরি নেই উপরন্তু ন্যাকের চাহিদামতো রিপোর্ট তৈরি
পুরোপুরি পেশাদারিত্ব এবং ইন্সটলেশনের পাশাপাশি ডাটা এন্ট্রি, বার কোড ও স্পাইন লেবেল লাগান
প্রতিযোগিতার জন্য দামের হেরফের বা কোন অনায্য প্রতিশ্রুতি বা অন্যায় টেন্ডার নয়
সময়মতো সার্ভিস, বিপদে ফেলে পালিয়ে যাওয়া নয় এবং সহযোগিতা, সহমর্মিতা
চিরাচরিত ইনহাউস সার্ভার প্রযুক্তির সাথে অত্যাধুনিক ক্লাউড প্রযুক্তির ব্যবহার
প্রতিনিয়ত সফট্ওয়্যারের ব্যাক আপ দেওয়া, ব্যাক আপ নিয়ে টালবাহানা নয়
ই-মেল অ্যালার্ট, এস এম এস পরিষেবা এবং বিশ্বমানে নির্ভরযোগ্য ট্রেনিং

তাই যারা এখনো আমাদের কাছ থেকে কোহা নেন নি তারা আর দেরি না করে অবিলম্বে ফোন বা ইমেল করুন। আশা করি বাকি ২০০টি লাইব্রেরির মতো আপনিও হতাশ হবেন না।

আমাদের কাস্টমাইজড ভার্সানের পরিষেবার খরচঃ

সাধারণ গ্রন্থাগার – ১০০০০-১৫০০০ টাকা; বিদ্যালয় গ্রন্থাগার – ১০০০০-২০০০০ টাকা; কলেজ গ্রন্থাগার – ২০০০০-৪০০০০ টাকা; বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ গ্রন্থাগার – ৩০০০০-৪০০০০ টাকা

আন্তর্জাতিক মানের কোহা আপনার সাধ্যের মধ্যে এনে দিতে পারে একমাত্র
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, যার নামই ভরসা যোগায়

বিশদে জানতে ফোন/হোয়াট্সঅ্যাপ করুনঃ ৯৪৩২২৯৮৭৪৬ বা মেইল করুনঃ **blacal.org@gmail.com**

গ্রন্থাগার

বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ১২ সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় সহ-সম্পাদক ঃ প্রদোষ কুমার বাগচী চৈত্র ১৪৩১

সম্পাদকীয়

।। শুভ হোক নবযাত্রা।।

অনিশ্চয়তা কেটে গেছে। ডাক বিভাগের নতুন নির্দেশিকার দরুন পত্রিকা প্রেরণের যে সমস্যা উদ্ভূত হয়েছিল তা সমাধান করা গেছে। ইতিমধ্যে মাঘ, ১৪৩১ (জানুয়ারি ২০২৫) এবং ফাল্গুন ১৪৩১ (ফেব্রুয়ারি ২০২৫) সংখ্যা দুটি পাঠকদের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে গত ৪ এবং ৫ মার্চ, ২০২৫।

পত্রিকার গ্রাহকদের যে ডাটাবেস আমাদের কাছে আছে তা পরিমার্জন করার কাজ চলছে। প্রায় ১২০০ জন গ্রাহকের ঠিকানা ভুল ছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ঠিকানায় কোন ডাকসংখ্যাই ছিল না। সেগুলো যথাসম্ভব সংশোধন করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এই সামগ্রিক কাজ সম্পাদন করার জন্য পরিষদের সভাপতি, কর্মসচিব থেকে বিভিন্ন পদাধিকারী, কর্মী, সাধারণ সদস্য, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা অভূতপূর্ব সহযোগিতা করেছেন। সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

আমরা খুশি এই জেনে যে দার্জিলিং ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি প্রত্যন্ত জেলা সহ কলকাতা ও তার শহরতলীর বেশ কয়েকজন গ্রাহক জানিয়েছেন যে তারা বহুদিন পর পত্রিকা ডাকযোগে পেলেন। এভাবে পেয়ে তারা অত্যন্ত আপ্লুত এবং আনন্দিত। বস্তুত পত্রিকার ছাপানো কপি হাতে পেতে সকলেই চান। আমাদের মত সংগঠনে পত্রিকা গ্রাহকের সাথে পরিষদের আত্মিক যোগাযোগ দৃঢ় করার ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে। পরিষদের কাজকর্ম সম্পর্কে জানা বোঝার স্থির মাধ্যম হল পত্রিকা। ভবিষ্যতে যেকোনো পর্যালোচনা বা গবেষণামূলক কাজের অন্যতম মূল্যবান বিশ্বস্ত দলিল হচ্ছে পরিষদের পত্রিকা। তার আগ্রহী পাঠ এবং সযত্ন সংরক্ষণ অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে করে থাকেন।

কিন্তু এখনো অনেক গ্রাহক বন্ধু পত্রিকা পাচ্ছেন না বলে অনুযোগ করছেন। আমরা বিভিন্ন সাংগঠনিক পদক্ষেপ বজায় রেখে চলেছি তাদের সেই অনুযোগের দিকটি মাথায় রেখে। আশা করি, আগামী চার-পাঁচ মাসের মধ্যে একটা সন্তোষজনক স্তরে আমরা পৌঁছাতে পারবো। ইতিমধ্যে আমরা গ্রাহকেরা কিভাবে পত্রিকা পেতে চান সেই উদ্দেশ্যে তাদের অভিমত যাচাই করছি।

আপনারা লিখিতভাবে পরিষদকে আপনাদের পূর্ণ ঠিকানা ও ফোন নম্বর ও ই-মেল আইডি সহ জানান কিভাবে (যে কোনো একটি উপায়ে) পত্রিকা পেতে চাইছেন ঃ পরিষদের অফিস থেকে নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ/নিজস্ব ই-মেইল মারফৎ/পরিষদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে/বর্তমানে চালু থাকা ডাক ব্যবস্থায়/স্পিড পোস্ট বা ক্যুরিয়ার সার্ভিস মারফৎ (এ ক্ষেত্রে গ্রাহককে ব্যক্তিগতভাবে ডাক খরচ বহন করতে হবে এবং অন্তত ছয় মাসের অগ্রিম পরিষদে জমা থাকতে হবে।)

আপনারা জানেন যে পত্রিকার ছাপানো খরচ ও বিতরণ খরচ উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। উপরন্তু এই খাতে সরকারি অনুদান যা পাওয়া যেত তা গত দু'বছর ধরে বন্ধ। এমতাবস্থায় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী বৈশাখ ১৪৩২ থেকে পত্রিকার প্রকাশ প্রতি মাসের পরিবর্তে প্রতি দু মাস অন্তর একবার হবে। আপনাদের সকলের সহযোগিতা ও ভালোবাসায় আমরা আরো এগিয়ে যাব এই আশা করতে পারি। সকলকে আসন্ন বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই এবং ১৪৩২ সকলের ভালো কাটুক এই প্রত্যাশা করি।

আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চীনের প্রতিষ্ঠাতা মাও জেদং-এর জীবন ও কর্মে বইপত্র এবং গ্রন্থাগারের প্রভাব

ডঃ সুবল চন্দ্র বিশ্বাস*

গ্রন্থাগারিক, ডঃ বি. সি. রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর

(প্রাক্তন অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগের ঘটনা। দিনটা ছিল রবিবার, সপ্তাহান্তিক ছুটির দিন। বাড়ির সামনের সেলুনে ক্ষৌরকর্মের জন্য লাইন দিয়েছি। সময় কাটানোর জন্য সেদিনকার খবরের কাগজটা হাতে তুলে নিয়েছি। হঠাৎ চোখে পড়লো 'আজকাল' পত্রিকার কোন এক রবিবারের কাগজের সাথে দেওয়া ক্রোড়পত্র (supplement), 'রবিবাসর'। ক্রোড়পত্রের সম্ভবত প্রথম প্রবন্ধটাই ছিল তদানীন্তন সম্পাদক, শ্রী অশোক দাশগুপ্ত মহাশয়ের স্বলিখিত চীন দেশ ভ্রমণের বিবরণ। তাতে বিশেষ করে চীনের রাজধানী শহর বেজিং (পূর্বের নাম পিকিং)-এর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের সচিত্র বর্ণনা ছিল। চীনের রাজধানী বেজিংয়ের কথা উঠলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে তিয়েন আনমেন স্কোয়্যার, মিং রাজাদের প্রাসাদ নিষিদ্ধ নগরী (Forbidden City) এবং চীনের মহান প্রাচীরের (Great Wall) ছবি। বেজিং শহরটাও দেখার মতো। তবে দাশগুপ্ত মহাশয়ের লেখায় চীনের প্রখ্যাত পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের (স্থাপনা ১৮৯৮ খ্রিঃ) প্রসঙ্গও ছিল। এখানেই আমার জন্য ছিল একটা চমকপ্রদ খবর। আধুনিক সমাজতন্ত্রী চীনের জনক, মাও জেদং (পূর্বের উচ্চারণে মাও সে-তুং), নাকি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের একজন সহকারীরূপে (১৯১৮-১৯১৯ খ্রিঃ)। তাঁর কাজ ছিল পাঠকদের জন্য পত্রপত্রিকা বয়ে নিয়ে যাওয়া ও বইয়ের তাকে বই সাজানো।

বর্তমান নিবন্ধে আমরা মাও জেদং-এর জীবনের শৈশবকাল থেকে যুবাকাল (১৯১৯ খ্রিঃ) পর্যন্ত সময়ে তাঁর লেখাপড়া, প্রথাগত শিক্ষাঙ্গনের বাইরে গ্রন্থাগারে গিয়ে বই-পত্রপত্রিকা পড়ার অদম্য প্রয়াস, কর্মজীবনের প্রারম্ভে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে চাকরি করা এবং জীবনের প্রথম পত্রিকা সম্পাদনা করার ন্যায় বিষয়গুলি তুলে ধরবো, এবং পরবর্তী জীবনে এক নতুন চীনের অবিসংবাদিত নায়কের ভূমিকায় তাঁর আবির্ভূত হওয়ার পিছনে এইসব ঘটনাক্রমের কতটা প্রভাব ছিল তা আলোচনা করব।

ক্যাথরিন হ্যালি[১] তাঁর নিবন্ধের ভুমিকাতেই প্রশ্ন করেছেন, "মাও কোথা থেকে বিপ্লবী সত্তা পেয়েছিলেন? একজন মানুষ স্থিতাবস্থা পরিত্যাগ করে বিপ্লবী নেতাই বা হ'ন কীভাবে?" আর তাঁর জবাব হ'ল, "চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধান মাও জেদং-এর ক্ষেত্রে তা ছিল গ্রন্থাগারে গিয়ে বিস্তারিত পড়াশোনা করার ফসল।"

মাও জেদং (জন্ম ১৮৯৩ খ্রিঃ; মৃত্যু ১৯৭৬ খ্রিঃ) ছিলেন বিংশ শতকের চীনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফসল এবং অংশ।[২] তাঁর জন্ম হয়েছিল হুনান প্রদেশের এক ছোট্ট গ্রাম শাওশান-এর কৃষক পরিবারে। যদিও তিনি নিজের পিতা মাও ইনচাং-কে (যিনি মাও শুনশেং বা মাও লিয়াংবি নামেও পরিচিত) একজন "ধনী কৃষক" বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু বাস্তবে তাঁর পরিবারকে জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট কঠিন পরিশ্রম করতে হ'ত। খুব অল্প বয়স থেকেই মাও ছিলেন একজন উৎসাহী পাঠক। তিনি বিশেষভাবে পছন্দ করতেন বিদ্রোহ এবং অরীতিসিদ্ধ সমর নায়কদের উপর রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ বছর

* Email : subal.biswas@bcrec.ac.in

পড়াশোনা করার পর, তেরো বছর বয়সে, তাঁর বাবা লেখাপড়া পরিত্যাগ করে তাঁকে পারিবারিক কৃষিজমিতে কাজ করতে বাধ্য করেন। কিন্তু পৈতৃক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে (যার মধ্যে একটি সাজানো বিয়েও ছিল যা করতে তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল এবং যা তিনি কখনই স্বীকার করেননি বা যা পরিপূর্ণতা পায়নি), মাও কিন্তু নিজে নিজে তাঁর লেখাপড়া চালিয়ে যান এবং বাড়ি ছেড়ে হুনান প্রদেশের রাজধানী চাংসার উদ্দেশ্যে রওনা হ'ন।[৩] সেখানে প্রথমে তিনি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তর এবং তারপর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরের পড়াশোনা সম্পূর্ণ করেন। সেখানেই মাওয়ের অভিজ্ঞতা হয় শক্তিশালী বিপ্লবী ভাবধারার সাথে যা চীনা সমাজকে তৎকালে প্রবলভাবে গ্রাস করছিল। তিনি কাং উয়েই-র মতো জাতীয়তাবাদী সংস্কারকের রচনা পাঠ করেন। প্রাচীন চৈনিক ইতিহাসের মহান-যোদ্ধা সম্রাটদের এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, জর্জ ওয়াশিংটনসহ কিছু পশ্চিমী রাষ্ট্রনায়কদের সম্পর্কে তাঁর একটা ভালোলাগা জন্মায়। চাংসাতে মাও জীবনে প্রথম সংবাদপত্র পাঠের সুযোগ পান। 'মিন লি পাও' (ইংরেজিতে The People's Strnegth), ছিল একটি জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী পত্রিকা।[৪] লেখাপড়া করতে করতেই মাও বিপ্লবী কাজকর্মের স্বাদ পান, যখন চীনা চিং রাজবংশের (Qing Dynasty, 1636–1912) বিরুদ্ধে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর একটা বিপ্লব সংঘটিত হয়। মাও প্রজাতন্ত্রীদের দলে যোগ দেন, যারা শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে যুদ্ধে পরাস্ত করে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি প্রথম চীনা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। মাও চীনের শেষ রাজবংশের পতনের সাক্ষী হ'ন। যদিও সেনাবাহিনীতে তাঁর কর্মজীবন ছিল সংক্ষিপ্ত এবং বৈচিত্রহীন।

গ্রন্থাগারিক স্টেফানি কার্কস[৫]-এর মতে, ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের যে ছয় মাস তরুণ মাও বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার পর হুনান প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরিতে পড়াশোনার জন্য ব্যয় করেন, সেটাই তাঁকে এক নতুন চীনকে সংগঠিত এবং নব্য চৈনিক সংস্কৃতি সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার যোগান দিয়েছিল। প্রতিদিন গ্রন্থাগার খোলার মুহূর্ত থেকে বন্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত মাও সেখানে পড়াশোনা করতেন, ব্যতিক্রম কেবল মধ্যাহ্ন ভোজনে দুটি চালের তৈরি পিঠে খাওয়ার সময়টুকু। জীবনের এই পর্বে চরম-লক্ষ্যহীনতার সময়ে আত্ম-শৃঙ্খলার সাথে সময় কাটানোর অন্যতম উপায় ছিল তাঁর এই নিবিড় বইপড়া। তিনি গ্রন্থাগারে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর চারপাশের হতাশাজনক পরিবেশ থেকে পালানোর এবং নিজের জীবন নিয়ে তাঁর কী করা উচিত সে সম্পর্কে মানসিক অনিশ্চয়তাকে দূরে সরিয়ে রাখার একটি উপায়। একইভাবে বইও তাকে মর্যাদার অনুভূতি এবং সমালোচনা থেকে বাঁচার আশ্রয় দিয়েছিল। তিনি যা পছন্দ করতেন তাই পড়তেন এবং এরজন্য তাঁকে কোন বাঁধাধরা স্কুল-কলেজের পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়নি। পৃথিবী তাঁর মনের দখলের মধ্যে ছিল, এবং তিনি সেখানে সাগ্রহে পৌঁছেছিলেন। তারপর থেকে তিনি কখনই বই ছাড়া থাকেননি বা নতুন কিছু শেখার চেষ্টা না করে জীবনের একটি দিনও অতিবাহিত করেননি। বয়ঃসন্ধিকালে মাও গোপনীয়তার মাধ্যম হিসাবে বইকে ব্যবহার করেছিলেন, এবং গ্রন্থাগারে তাঁর পড়াশোনা এতটাই ব্যক্তিগত ছিল যে পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে চুপ করানোর জন্য নিজের প্রথম জীবনের পড়াশোনা থেকে কখনোই উদ্ধৃতি দেননি। সারা জীবন, মাও পড়াশোনাকে দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় হিসাবে দেখেছেন। তিনি টেবিল এবং তাকের উপর বইয়ের স্তূপ দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। ব্যক্তিগত সংগ্রহের বই থেকে বেরিয়ে থাকা কাগজের স্ট্রিপগুলি থেকে তাঁর পড়াশোনার ব্যপকতা এবং প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ মেলে। এমনকি পরবর্তীকালে বিখ্যাত 'লং মার্চ' (১৯৩৪-১৯৩৫ খ্রিঃ)-এর সময়েও বই ছিল তাঁর সঙ্গী।

এই সময় সম্পর্কে মাও তাঁর জীবনীকার এডগার স্নো[৬]-কে ঐকান্তিকভাবে বলেছেন —"এই

আত্মশিক্ষাকালে আমি অনেক বই পড়েছি, বিশ্বের ভূগোল এবং ইতিহাস সম্পর্কিত বইগুলি তার মধ্যে অন্যতম। সেখানে আমি পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম দেখি এবং অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তা পাঠ করি। আমি অ্যাডাম স্মিথের 'দ্য ওয়েলথ অব্ নেশনস', ডারউইনের 'ওরিজিন অব্ স্পিসিস', এবং নীতিশাস্ত্রের ওপর জন স্টুয়ার্ট মিলের লেখা বই পড়ি। আমি রুশোর রচনা, স্পেন্সারের 'লজিক', মন্টেস্কুর লেখা আইন বিষয়ক বইও পড়ি। আমি কাব্য ও কল্পকাহিনি একত্রে, এবং প্রাচীন গ্রিসের উপকথার সাথে সাথে রাশিয়া, আর্মেনিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের ইতিহাস ও ভূগোল নিয়ে গুরুগম্ভীর পড়াশোনাও করতাম।" কিন্তু যখন মাও-এর পিতা তাঁর এই জাতীয় স্বাধীন পড়াশোনার জন্য অর্থ ব্যয় করতে চাইলেন না, তখন মাও হুনান শহরে চাংসা নরমাল কলেজে ভর্তি হলেন। ১৯১৩ থেকে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি হুনান ফার্স্ট নরমাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। কলেজে অচিরেই তিনি একজন ছাত্রনেতা হয়ে উঠলেন। কেউ কেউ তাঁকে 'উপদ্রবকারী অননুগামী ব্যক্তি' মনে করলেও, অন্যান্যরা আবার তাঁকে 'ভুলকে ঠিক করার মানুষ' বলে গণ্য করতেন।

মাও দিনের সব সময়টা কিন্তু গ্রন্থাগারে কাটাননি। দীর্ঘদিন ধরে তিনি নিজেকে একটি শরীর চর্চার অনুশাসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিলেন — যেমন, ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি ওঠার পর শারীরিক কসরত করা; তারপর শীত হোক বা গ্রীষ্ম, ঠান্ডা জলে স্নান করা; এবং দীর্ঘক্ষণ হাঁটা বা গ্রামাঞ্চলে পদব্রজে ভ্রমণ করতে যাওয়া। মাওয়ের কাছে এটি শুধুমাত্র শরীর চর্চাই ছিল না — তাঁর কাছে এটা ছিল একটি রাজনৈতিক অভিব্যক্তিও। তাঁর প্রজন্মের অনেকের মত, তিনিও বিশ্বাস করতেন যে শক্তিশালী চীন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন শারীরিক এবং বৌদ্ধিক দিক থেকে সক্ষম এক জনগোষ্ঠী। এই বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম নেতা চেন তু-সিউ দ্বারা সম্পাদিত 'নিউ ইয়ুথ' পত্রিকার এপ্রিল ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ সংখ্যায় মাও ছদ্মনামে "শারীরিক শিক্ষা, তার আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক প্রভাব, এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যায়াম করার সর্বোত্তম উপায়" বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন।[৭]

তাঁর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় যে, মাও নিজেকে এবং তাঁর বিশ্বাসকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। কার্কস[৮] আরো বলেছেন, "এই পাঁচ বছরে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা স্পষ্ট রূপ ধারণ করেছিল। তিনি যা বইয়ে পড়ছিলেন তার সাথে চীনের সমাজকে পরিবর্তন এবং পুনর্নবীকরণের জাতীয় সমস্যার সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হচ্ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে তাঁর একটা 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' শুরু করা জরুরি এবং একই সাথে সামন্ততন্ত্রকেও শেষ করা প্রয়োজন। এরজন্য সামরিক গুণাবলি, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ও সচেতন কর্মকে পুনরুদ্ধার করা একান্ত দরকার।" নরমাল কলেজে তাঁর সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষক তথা পরামর্শদাতা, অধ্যাপক ইয়াং চাংজি-র সহায়তায় মাও তাঁর একদল বন্ধুকে অনুপ্রাণিত করে বিভিন্ন শহর থেকে আসা ষাট থেকে সত্তর জন ছাত্রের একটি সংগঠন নিউ পিপল'স স্টাডি সোসাইটি-র প্রতিষ্ঠা করেন। অভিন্ন লক্ষ্য সমন্বিত মানুষজনকে সংগঠিত করার এটাই ছিল তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতা এবং তা ছিল এক বিরাট সাফল্য। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের জুলাইয়ে মাও নরমাল কলেজ থেকে স্নাতক হ'ন। অর্থের অপ্রতুলতা সবসময়ই মাওয়ের কাছে একটা সমস্যা ছিল। নরমাল কলেজের শেষ বছরে তাঁর মাসিক ভাতার এক-তৃতীয়াংশ সংবাদপত্র এবং বই কেনার জন্য ব্যয় করা নিয়ে তিনি তাঁর পিতার সাথে প্রবল বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। কারণ, মাওয়ের পিতা তাঁর পুত্রের এই জাতীয় অপব্যয় পছন্দ করতেন না। মাও যখন স্নাতক হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তিনি ফ্রান্সে কাজের সাথে পড়াশোনার (work-study) একটা কার্যক্রমের সন্ধান পান। তিনি কিছু অর্থ ঋণ করেন

এবং আরো কয়েকজন ফ্রান্স-যাত্রী বন্ধুর সাথে পিকিংয়ে-এ ফরাসি ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। পিকিং-এ আসাটা ছিল মাওয়ের কাছে তাঁর দীর্ঘলালিত স্বপ্ন পূরণের সুযোগ। তিনি সবসময় ফরাসি এবং ইংরেজি ভাষা শিখতে চাইতেন। তাঁর ধারণা ছিল পিকিংয়ে গেলে তিনি সেখানকার বিখ্যাত গ্রন্থাগারসমূহে এবং পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবেন। তখন চীনের বুদ্ধিজীবীবর্গের অধিকাংশই কাজ ও সম্মানের আশায় পিকিং-এ জড়ো হতেন। আর পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল চীনের প্রধান বৌদ্ধিক কেন্দ্র এবং মাও সেখানেই পড়তে চাইতেন। তিনি মনে করতেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত নিউ পিপল'স স্টাডি সোসাইটিতে হাজার হাজার ছাত্রেরা যোগ দেবে। পিকিংয়ে থাকার সুবাদে তিনিও বিভিন্ন আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সমিতি ও জোটে যোগদান করতে পারবেন। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল একজন ধ্রুপদী চীনা পণ্ডিতরূপে স্বীকৃতি পাওয়া। মাত্র ২৫ বৎসর বয়সী মাওয়ের পক্ষে এই ব্যাপারটা একটা বিভ্রম বই আর কিছুই ছিল না। তবে তাঁর কাছে যদি নিজের ভরণ-পোষণের মতো অর্থের সংস্থান থাকতো, তাহলে হয়তো তিনি লম্বা শীতের মাসগুলো গ্রন্থাগারেই অতিবাহিত করে সন্তুষ্ট হতেন।[৯]

(অবশিষ্টাংশ পরবর্তী সংখ্যায়)

।। শোক সংবাদ।।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য দীপ্তরূপ দাস প্রয়াত হয়েছেন গত ২৩শে মার্চ ২০২৫। তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন বসিরহাট মহকুমার চারঘাট যোগেশচন্দ্র পাঠাগারে ১৯৮৬ সালে। সেখান থেকে ২০১১ সালে বদলি হয়ে যোগ দেন বনগাঁ মহকুমার শ্রমিক পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক পদে। এছাড়া তিনি বনগাঁ মহকুমার বনগাঁ পাবলিক লাইব্রেরী এণ্ড টাউন হল, বৈকুলা রবীন্দ্র পাঠাগার, হেলেঞ্চার প্রগতি সংঘ পাঠাগারে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন।

২০২০ সালের জুলাই মাসে কর্ম জীবন থেকে অবসর গ্রহন করেন। গ্রন্থাগারিকতার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চা তেও নিমগ্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন মহকুমার গ্রন্থাগার দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক।

।। প্রকাশিত হয়েছে।।

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ

(আদিমকাল থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত)

কালানুক্রমিক ধারাবিবরণী

সংকলক ঃ রামকৃষ্ণ সাহা

পরিবেশক ঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-এর কাউন্টারে বইটি পাওয়া যাচ্ছে।

মূল্য ঃ ৬৫০/-

সত্যজিতের গোয়েন্দা গল্পে ফেলুদার আবির্ভাব : একটি বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ

ডঃ মৌটুসী বসাক*

লাইব্রেরিয়ান, নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, অশোকনগর, ২৪ পরগনা (উত্তর)

সারসংক্ষেপ :- বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে সত্যজিৎ রায়ের অনবদ্য সৃষ্টি ফেলুদা চরিত্র। মিস্টার প্রদোষ মিত্র ওরফে ফেলুদা এবং তার দুজন সঙ্গী তোপসে ও জটায়ু কিশোর থেকে বয়স্ক যে কোনো বয়সের বাঙালীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ। সত্যজিৎ রায় তার গোয়েন্দা গল্পের নায়ক ফেলুদাকে নিয়ে মোট ৩৯টি গল্প লেখেন। এরমধ্যে ৪টি অপ্রকাশিত এবং বাকী সবকটিই গল্প প্রকাশিত। এই সব গল্পগুলিতেই ফেলুদা তার সঙ্গীদের নিয়ে একের পর এক রহস্যের সমাধান করেছেন। আবার এইসব গল্পগুলির প্রেক্ষাপট বা প্লট সাজাতে লেখক ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং বিদেশেরও যে ভৌগোলিক বিবরণ দিয়েছেন তা যথার্থ। এই গবেষণাপত্রে লেখকের মোট ৩৯টি গল্পকে নিয়েই আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গল্পগুলির বিভিন্ন ধরণের দিক (facets) যেমন- বিষয়সূচক শব্দ বিশ্লেষণ (Keyword analysis), শব্দের পুনরাবৃত্তি বা সংখ্যা নির্ধারন (frequency of words), গল্পের প্লটগুলির ভৌগোলিক বিস্তার, গল্পের মূল চরিত্রগুলির চিহ্নিতকরণ, গল্পের চরিত্রগুলির লিঙ্গ বিন্যাস (Gender distribution) এবং গল্পের মূল বিষয় (core theme) বিশ্লেষণ ইত্যাদি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধটি অদূর ভবিষ্যতে সত্যজিৎ রায় ও গোয়েন্দা সাহিত্যের ওপর আরো যেসব গবেষণামূলক কাজ হবে সেসব ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

ভূমিকা :- বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে সত্যজিৎ রায়ের অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষত ফেলুদাকে নিয়ে যে কটি গল্প তিনি লিখেছেন তার প্রত্যেকটি গল্পই আমাদের বাঙালীদের সবধরণের বয়সের মানুষের চিরকালের জনপ্রিয়। এই প্রত্যেকটি রহস্য গল্পের বিষয়বস্তু, চরিত্রসমূহ, ভৌগোলিক বিবরণ, সামাজিক পটভূমি, ইত্যাদি লেখকের বর্ণনায় আমাদের কাছে একেবারে জীবন্ত ঘটনা। গল্পগুলি পড়তে পড়তে কখনো কখনো মনে হয় যেন সেই ঘটনাগুলির পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে নিজের উপস্থিতি অনুভব করছি। ফেলুদা সিরিজের ওপর সত্যজিৎ রায় যে মোট ৩৯টি (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত) রহস্যের সমাধান করেছেন সেগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিষয়, সংস্কৃতি, আঞ্চলিক তথা ভৌগোলিক বিবরণ, বিভিন্ন ধরণের case study ও তার সমাধান এবং বিভিন্ন ধরনের চরিত্রগুলির ব্যবহার বা প্রয়োগ ইত্যাদি রয়েছে। এই নিবন্ধটিতে সেই সবকিছুর একটি বিশদ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এর আগে বেশ কিছু সংখ্যক গবেষক বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দা চরিত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন, গোয়েন্দা গল্পগুলিতে তারা ঔপনিবেশিকতার প্রভাব এবং জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত তথ্য উন্মোচনের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন, যেমন, চান্দ্রেয়ী মুখার্জী (২০১৬), জেইনাব আলি (২০২০), সুরজিৎ ভট্টাচার্য (২০২১), রিমা ভট্টাচার্য (২০২২)। বেশ কিছু নিবন্ধে বাংলা গোয়েন্দা চরিত্র গুলির সঙ্গে বিদেশী গোয়েন্দা চরিত্রগুলির তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন শালিনী আর. সিনহা, ভিলিনা উদাসী, অনুষ্কা আনন্দ (২০২০), কেউ কেউ আবার বাঙালীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন যেমন,

* Email : moutusi.basak@gmail.com

অনুষ্কা বড়াল (২০২৩)। গোয়েন্দারা অপরাধীর অপরাধের আসল উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য যেসব মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে বা সেসব পদ্ধতির দ্বারা প্রধান অপরাধীকে সনাক্ত করা হয়েছে, সেই বিষয়গুলিও আলোচিত হয়েছে (শ্রেয়া ঘোষ, ২০১২)।

যদিও সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা গল্পগুলির বিষয়গুলি নিয়ে সেভাবে কোনো আলোচনা করা হয়নি বা তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি, তবে, শুধুমাত্র অনিন্দিতা রায় (২০২১) ফেলুদা সমগ্রের হাস্যরসাত্মক বক্তব্য বা হাস্যরসাত্মক বোধের ধরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। অন্যদিকে আশিষ নন্দী (১৯৯৮) সত্যজিৎ রায়ের খুনের ঘটনা সংক্রান্ত লেখাগুলির ধরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য নিবন্ধটির প্রধান উদ্দেশ্য হল ফেলুদাকেন্দ্রিক গোয়েন্দা গল্পগুলির বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ বা কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস করা কারণ উপরোক্ত আলোচনা অনুযায়ী এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষ গবেষনামূলক লেখা হয়নি।

বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ বা কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস কাকে বলে?

বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ হল সামাজিক শিল্পকর্ম (মানুষের দ্বারা সৃষ্টি যেমন- বইপত্র, আইনকানুন, শিল্পকলা, চিত্রএবং মিডিয়া)-র ওপর বিশ্লেষণাত্মক চর্চা। অর্থাৎ যে বিষয়গুলির বা যে নির্দিষ্ট বিষয়টির বিশ্লেষণ করা হবে সে সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট পরিমাপযোগ্য নমুনা অনুযায়ী (managable sample size) বিশদ তথ্য সংগ্রহ করা ও তারপর সেটার গুণগত ও সংখ্যাগত বিশ্লেষণ করা। এক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট তথ্যগুলিকে ভাগে বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাতে পুনরায় সেগুলোর পুনরাবৃত্তিকে (frequency) গোনা যায় এবং/অথবা সেই সহ-ঘটনাগুলির (co-occurance) তুলনামূলক আলোচনা করা যায়। এইসব বিশ্লেষণগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল মূলবিষয়র্টির উপর একটি প্রস্তাবনামূলক তত্ত্ব/স্বতন্ত্র তত্ত্বের উদ্ভাবন যা তথ্যগুলির ধরণ (pattern) বা ব্যবহার বুঝতে সাহায্য করে।

আবার বলা যেতে পারে যে, সামাজিক গবেষণা মূলক কাজ করার জন্য বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ (content analysis) হল একটি গবেষণা পদ্ধতি। একটি গবেষণাপত্র যে অন্য আরেকটি গবেষণা পত্র থেকে ভিন্ন ধরনের, কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস সেই ধারণা স্পষ্ট করে।

Content analysis is a stage of information-processing where communication content is transformed into data that can be summarized and compared through the objective and systematic application of categorization rules. (Paisley 1969).

কেন ফেলুদা চরিত্রকেই বাছা হলো -

এই নিবন্ধটির মূল আলোচ্য বিষয় হল সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদাকেন্দ্রিক গোয়েন্দা গল্পগুলির বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ। ফলে ফেলুদার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সত্যজিৎ রায় রহস্য নিয়ে অনেক গল্পই লিখেছেন কিন্তু তার মধ্যে গোয়েন্দা চরিত্র হিসাবে ফেলুদা সবথেকে জনপ্রিয় এবং সব বয়সের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য। কারণ গল্পের মূল আকর্ষণই ফেলুদা নিজে, ফেলুদার সেন্স ও হিউমার, ব্যক্তিত্ব,, সাধারণ জ্ঞান এবং স্মার্টনেস। এর সাথে রয়েছে ফেলুদার উদ্ধার করা একের পর এক দেশের বিভিন্ন অমূল্য সম্পদ, যা এক অর্থে দেশের ঐতিহ্য রক্ষা করার বার্তাই দিয়েছে। কখনো প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা, কখনো গুপ্তধন, কখনো হীরে মানিক খচিত দামী মূর্তি, কখনো বহু প্রাচীন পুঁথি, নেকলেস, ঘড়ি, বহুমূল্য কিউরিও ইত্যাদি এই সবকিছু উদ্ধারের চেষ্টায় তদন্ত চালানোর যে গল্প রচনা করা হয়েছে এবং সেই গল্পগুলির প্লট যেভাবে সাজানো হয়েছে তা এককথায় অসাধারণ ও বহুমাত্রিক। আবার এইসব নানান ঘটনার সমাধান

প্রক্রিয়া ফেলুদা চরিত্রকে এক অনবদ্য রূপে বাঙালী জনজাতির সামনে বিকশিত করে তুলেছে। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসের সন্দেশ সংখ্যায় ফেলুদার জন্ম, এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ রূপে, যিনি উচ্চতায় ৬ফুট ২ ইঞ্চি, ছাতি বিয়ালিশ ইঞ্চি, প্রিয় সিগারেট চারমিনার, সে বাংলার প্রত্যেক কৌতূহলী শিশু, অ্যাডভেঞ্চার প্রেমী কিশোর-কিশোরী আর মননশীলতা প্রাপ্ত বয়স্কদের রোল মডেল। পুরাণ মহাকাব্য ইতিহাস থেকে মহাকাশ, শব্দতত্ত্ব থেকে প্ল্যানচেট এই সব নিয়েই তার পড়াশুনা। তিনি ক্রিকেট খেলায় পারদর্শী, রাইফেল কম্পিটিশনে ফার্স্ট, ১০০ রকমের ইন্ডোর গেমস জানেন, টিনটিন পড়েন, 'এন্টার দ্য ড্রাগন' দেখেন, ক্যারাটে পারদর্শী, তার পাশাপাশি তিনি ইংরাজি পড়ে বাংলায় অনুবাদ করতে পারেন। এরকম একজন বিশেষ গুণসম্পন্ন চরিত্র, যেমন বুদ্ধিমান তেমন সাহসী, প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, সপ্রতিভ - আরো বহুগুণ একসঙ্গে যোগ করলে হয় প্রদোষ সি মিটার, জটায়ুর ভাষায় 'এ বি সি ডি' এশিয়াজ বেস্ট ক্রাইম ডিরেক্টর। বাঙালী জন জাতির কাছে চোখ ধাঁধানো এমন একজন সুপারস্টার যার সাফল্যের কোনো সীমা পরিসীমা নেই, তার নাম ফেলু মিত্তির। স্যাটেলাইট তোপ্‌সে ওরফে তপেশ রঞ্জন মিত্র এবং জটায়ু ওরফে লেখক লালমোহন গাঙ্গুলি ফেলুদার প্রায় সব অভিযানের সঙ্গী।

বিশ্লেষণ ও আলোচনা

ফেলুদাকে নিয়ে লেখা গল্পগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে গেলে মূলত যে বিষয়গুলি উঠে আসে সেগুলি হল প্রত্যেকটি গল্পের প্রথম প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য, মুখ্য বিষয়বস্তু (main theme) অর্থাৎ গল্পগুলি মূলত যেসব বিষয় বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে, গল্পে উল্লেখিত বা আলোচিত স্থান (বৃহৎ অর্থে ভৌগোলিক বর্ণনা বা বিস্তৃতি), ফেলুদার খাদ্যাভ্যাস এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- গল্পের বিভিন্ন চরিত্রগুলি। এইসব চরিত্রগুলি কখনো ফেলুদার মক্কেল, কখনো পার্শ্ব বা সহযোগী চরিত্র, কিছু অপরাধী এবং বেশ কিছু ব্যক্তি যারা ফেলুদার সহযোগী হিসাবে বারে বারে উপস্থিত হয়েছেন।

সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদাকে নিয়ে প্রথম গোয়েন্দা গল্প হল- ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি যা সন্দেশ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৫-৬৬ সালের ডিসেম্বর- ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়। আরো পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদাকে নিয়ে যে ৩৫টি গল্প প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির সধ্যে ১৫টি সন্দেশ পত্রিকায়, ১৯টি দেশ পত্রিকায় এবং ১টি আনন্দমেলায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর আরো যে ৪টি অপ্রকাশিত খসড়া রয়েছে সেগুলিও সন্দেশ পত্রিকায় প্রথমবার প্রকাশিত হয় (সারণি ১)।

সারণি ১: গল্পের প্রকাশকাল অনুযায়ী তথ্য

ক্রমিক সংখ্যা	গল্পের নাম	প্রথম প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য
১	ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি	সন্দেশ, ডিসেম্বর ১৯৬৫, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
২	বাদশাহী আংটি	সন্দেশ, মে ১৯৬৬, মে, ১৯৬৭
৩	কৈলাশ চৌধুরীর পাথর	শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৬৭
৪	শেয়াল দেবতা	সন্দেশ মে-জুন, ১৯৭০
৫	গ্যাংটকে গন্ডগোল	শারদীয়া দেশ, ১৯৭০
৬	সোনার কেল্লা	শারদীয়া দেশ, ১৯৭১

৭	বাক্স রহস্য	শারদীয়া দেশ, ১৯৭২
৮	সমাদ্দারের চাবি	শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৭৩
৯	কৈলাসে কেলেঙ্কারি	শারদীয়া দেশ, ১৯৭৩
১০	রয়েল বেঙ্গল রহস্য	শারদীয়া দেশ, ১৯৭৪
১১	জয়বাবা ফেলুনাথ	শারদীয়া দেশ, ১৯৭৫
১২	ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা	শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৭৫
১৩	বোম্বাইয়ের বোম্বেটে	শারদীয়া দেশ, ১৯৭৬
১৪	গোঁসাইপুর সরগরম	শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৭৬
১৫	গোরস্থানে সাবধান	শারদীয়া দেশ, ১৯৭৭
১৬	ছিন্নমস্তার অভিশাপ	শারদীয়া দেশ, ১৯৭৮
১৭	হত্যাপুরী	শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৭৯
১৮	গোলকধাম রহস্য	সন্দেশ, মে – আগস্ট, ১৯৮০
১৯	যতকাণ্ড কাঠমান্ডুতে	দেশ, ১৯৮০
২০	নেপোলিয়নের চিঠি	শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৮১
২১	টিনটোরেটোর যীশু	শারদীয়া দেশ, ১৯৮২
২২	অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য	আনন্দমেলা, ৪ মে-১৫ জুন, ১৯৮৩
২৩	জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা	শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৮৩
২৪	এবার কান্ড কেদারনাথে	শারদীয়া দেশ, ১৯৮৪
২৫	বোসপুকুরে খুনখারাপি	শারদীয়া সন্দেশ, ১৯৮৫
২৬	দার্জিলিং জমজমাট	শারদীয়া দেশ, ১৯৮৬

(অবশিষ্টাংশ পরবর্তী সংখ্যায়)

।। ভ্রম সংশোধন ।।

গ্রন্থাগার ফাল্গুন ১৪৩১ সংখ্যায় নিতাই শ লিখিত ‘‘বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শতবর্ষ উদযাপনের প্রথম পর্ব ঃ একটি প্রতিবেদন’’ শীর্ষক লেখায় (১৮ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে) মুদ্রণ প্রমাদ জনিত কারণে ‘পূবালিকা ভট্টাচার্য’ স্থলে ‘পূবালী ভট্টাচার্য’ এবং ‘বনশ্রী রায়’ স্থলে ‘বিথী রায়’ ছাপানো হয়েছে। লেখক প্রেরিত এই তথ্য পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় সংশোধিত হল। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

সেমান্টিক্ স্কলার ঃ কৃত্রিম মেধা চালিত গবেষণা-সাধনী

ডঃ গৌতম মুখোপাধ্যায়*

গ্রন্থাগারিক, চন্দ্রপুর কলেজ, চন্দ্রপুর, পূর্ব বর্ধমান

সূচনা:

বিপুল তথ্যভাণ্ডার থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য তুলে আনা আগে খুব কষ্টসাধ্য ছিল। নির্দিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্য বিষয়গুলো তথ্যের সমুদ্রে ঠিক্ কোথায় ঢুকে রয়েছে তা জানা যেমন সময়সাপেক্ষ তেমনি ছিল শ্রমসাধ্য। বর্তমানে বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য গুণোত্তর প্রগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই পাহাড় প্রমাণ তথ্যরাশি থেকে চট্জলদি তথ্য উদ্ধার সহজে সম্ভব হচ্ছিল না। বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধগুলো পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী বিবরণসহ গোটা প্রবন্ধকে পাওয়া গবেষকের কাছে খুব জরুরী। আবার একইসঙ্গে একাধিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ পূর্ণমাত্রায় পাঠের প্রয়োজন হয়। গবেষণার জগতে এই সমগোত্রীয় তথ্য-সাহিত্য পর্যালোচনাকে ''লিটারেচর রিভিউ'' বলা হয়ে থাকে। গবেষকদের এই লিটারেচর রিভিউ কার্যটি খুব দ্রুত সঠিকভাবে সম্পাদন করতে প্রায় নাজেহাল অবস্থা হতো। নাহলে সম্পূর্ণ প্রকল্প বা গবেষণাকার্যটি বিলম্বিত হয়ে পড়ে। তাই এমন একটা গবেষণা-সাধনী বা গবেষণা সরঞ্জামের প্রয়োজন ক্রমশ অনুভূত হতে থাকল যা বিনা খরচে উচ্চমানের বিজ্ঞানধর্মী গবেষণাপত্রের সারাংশ ও প্রাপ্ত উদ্ধৃতিদান সংখ্যা (সাইটেশন) সহ পূর্ণপাঠ সহজে পাওয়া যেতে পারে। কৃত্রিম মেধা চালিত এরূপ একটি গবেষণা সরঞ্জাম হল সেমান্টিক স্কলার। এই অন্বেষণ যন্ত্রটির উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য পরিধি ও অন্যান্য সমতুল সার্চ ইঞ্জিনের সঙ্গে তুল্যমূল্য বিচারই বর্তমান প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য:

প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্যগুলি হল:

ক) একটি গবেষণা প্রবন্ধের খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো সম্পর্কে সমধর্মী বিষয়ের ওপর গবেষণাকার্যের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞান গবেষকরা এই গবেষণা-সাধনীর ব্যাপারে যাতে খানিকটা ধারণা লাভ করতে পারেন মূলত সেই উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা;

খ) সবচেয়ে সুবিধাজনক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো ''সেমান্টিক স্কলারে''র অন্তর্ভুক্ত তা সংক্ষেপে আলোচনা করা;

গ) বিজ্ঞান গবেষণায় উক্ত সরঞ্জামটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তার অন্বেষণ করা এবং

ঘ) সেমান্টিক স্কলার ব্যবহারে গবেষকরা প্রধানত কি কি সুবিধা পেতে পারেন তার পর্যালোচনা করাও আলোচ্য প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য।

''সেমান্টিক স্কলার'' সম্পর্কে ধারণা:

২০১৫ সালে অলাভজনক একটি সংস্থা অ্যালেন্ ইন্স্টিটিউট্ অব্ আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স্ কম্পিউটার সায়েন্স, জিওসায়েন্স বা ভূতত্ত্ববিজ্ঞান এবং নিউরোসায়েন্স বা স্নায়ুবিজ্ঞানের জন্য অনুসন্ধান যন্ত্র (সার্চ ইঞ্জিন) হিসাবে সেমান্টিক স্কলারের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। উদ্দেশ্য ছিল যন্ত্রবিজ্ঞান ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মত উচ্চ প্রভাবযুক্ত ও সম্ভাবনাময় গবেষণা কার্য পরিচালনা। অতীত ঘাটলে দেখা যাবে সাধারণভাবে 'সেমান্টিকস্' যার অর্থ ভাষার দর্শন যা জনৈক পোলিশ-আমেরিকান গবেষক-ছাত্র আলফ্রেড কর্জিবস্কি (১৮৭৯-১৯৫০) গঠন করেন। পরবর্তীকালে হায়াকাওয়া, জনসন ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা বাস্তবতার উপস্থাপনকারীরূপে ভাষার সমীক্ষাকার্যকে এগিয়ে নিয়ে যান। ক্রমান্বয়ে এটি একটি বিজ্ঞান সংক্রান্ত উপাত্তসার বা ডেটাবেসের রূপ ধারণ করে। পরে এই ডেটাবেসের সঙ্গে যুক্ত হয় জৈবচিকিৎসা (বায়োমেডিকেল) সংক্রান্ত গবেষণাপত্র ও আরও পরে অর্থাৎ ২০১৫ সাল থেকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে প্রায় ২০০ মিলিয়নের বেশি গবেষণা প্রকাশনা উক্ত ডেটাবেসের অন্তর্ভুক্ত হয়।

'সেমান্টিক্' এই ইংরেজি শব্দটির অর্থ হল শব্দার্থ। কোন পাঠ্যবস্তু বা টেক্সটের মধ্যে শব্দার্থকে কৃত্রিম মেধার সাহায্য নিয়ে বিশ্লেষণ করে ডেটাবেসে সন্নিবিষ্ট হয়েছে যা চট্জলদি অনুসন্ধানে সুবিধা প্রদান করে। অর্থাৎ সমগ্র গবেষণা প্রক্রিয়াকে জোরদার করতে বর্তমান সময়ে ন্যাচারাল

* Email : gm.bhadrakali@gmail.com

ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (এন এল পি) কাজে লাগিয়ে ''সেমান্টিক স্কলার''কে বিজ্ঞানধর্মী গবেষণার কৃত্রিম মেধা চালিত এক সহায়ক যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে।

সেমান্টিক স্কলার-এর গঠনগত বৈশিষ্ট্য:

সেমান্টিক স্কলার হল একটি ওপেন ডেটা প্ল্যাটফর্ম যার মূল বৈশিষ্ট্য হল উচ্চমানের পিডিএফ কনটেন্ট এক্সট্রাক্শন ও একাডেমিক নলেজ গ্রাফ। এই নলেজ গ্রাফটি সবচেয়ে বড় উন্মুক্ত (ওপেন) বিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণাপত্রের স্বয়ংক্রিয় ভাবে তৈরি গ্রাফ যাতে ২০০ মিলিয়নের বেশি প্রবন্ধ, ৮০ মিলিয়নের বেশি লেখক, ৫৫০ মিলিয়নের বেশি সহযোগী লেখক সম্বলিত গবেষমাপত্র এবং প্রায় ২.৪ বিলিয়ন উদ্ধৃতিদানের (সাইটেশন) দিশা পাওয়া যায়। এই মার্চ ইঞ্জিন ওয়েবসাইটে স্বয়ংক্রিয় অথর পেজেস, পেপার রেকমেন্ডেশন্স, এপিআই সোর্সেস্, ওপেন সোর্স এবং পার্সোনালাইজড্ লাইব্রেরি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে।

উপাত্তের মূল উৎসগুলো হল:

ক) পুঞ্জীকারক (অ্যাগ্রিগেটরস্) — ক্রসরেফ (Cross Ref)

খ) প্রকাশক (পাবলিশার্স্) — এমআইটি প্রেস

গ) প্রিপ্রিন্ট সার্ভারস্ — বায়োআর্কাইভ (bioRxiv)

ঘ) মানুষ — ওয়েবসাইট ব্যবহারকারী

এখন উপরোক্ত উৎসগুলো থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে তা নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামগ্রিক উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কার্যটি সম্পাদিত হয়।

ক) পিডিএফ কনটেন্ট এক্সট্রাক্শন:

এই প্রক্রিয়াটির সঙ্গে যুক্ত যথাক্রমে টেক্সট এক্সট্রাকশন, ভিজুয়াল রিজিয়ন অ্যানোটেশন এবং টেক্সট স্প্যান অ্যানোটেশন।

খ) নলেজ গ্রাফ প্রস্তুতকরণ:

এই প্রক্রিয়াটির মধ্যে রয়েছে পেপার ডিডুপ্লিকেশন অর্থাৎ প্রবন্ধের অনুলিপি বা পুনরাবৃত্তি বাদের কৌশল, উদ্ধৃতিদান সংযোগ (সাইটেশন লিঙ্কিং), লেখকের অস্পষ্টতা (দ্ব্যর্থতা) নিরসন, প্রকাশনা স্থান স্বাভাবিকীকরণ, এবং লেখকদের অধিভুক্তি নিয়মমাফিককরণ।

এর সঙ্গে কয়েকটি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস নলেজ গ্রাফের অবলম্বনকারী হিসাবে কাজ করে, যেমন — গ্রাফ (লেখক ও পত্রিকার গুণাবলী ও সম্পর্ক, কিওয়ার্ড সার্চ), ডেটাসেটস্ (ডাউনলোডের যোগ্য পূর্ণপাঠযুক্ত পত্রিকার চিত্র অর্থাৎ গবেষণাপত্রের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত চিত্র), রেকমেন্ডেশনস্ (ইতিবাচক ও নেতিবাচক সর্বপ্রকার গবেষণাপত্রের রেটিং তালিকা থেকে পরামর্শ দান) ও পিয়ার-রিভিউ (প্রকাশের উদ্দেশ্যে জমা করা পত্রিকার পর্যালোচনা ও পুনঃমূল্যায়ন)।

সেমান্টিক স্কলারের বৈশিষ্ট্য:

সেমান্টিক স্কলারের কয়েকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একজন গবেষককে গবেষণাধর্মী পত্রিকা রচনায় বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকে

ক) টিএলডিআর সামারাইজেশন:

টিএলডিআর (TLDR)-এর পুরো কথাটি হল ইংরেজিতে "Too Long Didn't Read" অর্থাৎ বাংলায় বাক্যাংশটির অর্থ হল ''এতটাই দীর্ঘ যে পড়া গেল না''। দীর্ঘ বিষয়বস্তুকে অতি সংক্ষিপ্তাকারে পরিবেশন করা হয় "TLDR Summarization"-এর মাধ্যমে। বিজ্ঞানধর্মী গবেষণাপত্র অনুসন্ধানের সময় দ্রুত অনুধাবন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধা দিতে এই TLDRs বা গবেষণাপ্রবন্ধের সংক্ষেপেরও সংক্ষিপ্তাকারে (অতি সংক্ষেপ) এমনকি একটামাত্র বাক্যেও পরিবেশন করা হয়ে থাকে। ২০২০ সালে ইসাবেল ক্যাচোলা ও অন্যান্যরা বিজ্ঞান সম্পর্কিত নথির ক্ষেত্রে এই TLDR সংক্ষেপকরণের প্রচলন করেন। একটা প্রবন্ধকে বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা করে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে বন্টনের কথা মাথায় রেখে TLDR যেন একটা রেডিমেড গবেষণাপত্র সংক্ষেপকারী বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে বিভিন্ন উৎস থেকে গবেষণাপত্রের দীর্ঘ তালিকা পড়তে বেশ খানিকটা সময় সমীক্ষাকারীদের ব্যয় করতে হয়। এক্ষেত্রে একসঙ্গে স্বল্প সময়ে অনেকগুলো প্রবন্ধ সংক্ষেপে পড়ে ফেলা সম্ভব হয়। এইজন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ''সেমান্টিক ফিচার'' হিসাবে গণ্য করা হয়।

খ) উদ্ধৃতিদান অভিপ্রায় ও প্রভাব:

বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণাপত্রের একটা উদ্ধৃতিদানের মূল অভিপ্রায় বা লক্ষ্য প্রবন্ধটি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খুব জরুরী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ডেটাসেট মডেল ব্যবহার করে কোন উদ্ধৃতিদানকে (সাইটেশন) বিভাজন করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন একটি সাইটেশনের নেপথ্য তথ্য, পদ্ধতির ব্যবহার কিংবা ফলাফল তুলনার দ্বারা দলভুক্ত করা হয়। এছাড়া কোন একটি সাইটেশন উচ্চপ্রভাব বিস্তারকারী কিনা জানতে নির্দিষ্ট পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়।

গ) সমীক্ষার ক্ষেত্র (Field of Study) বিভাজন:

ব্যবহারকারীর প্রতিক্রিয়া (ফিডব্যাক) এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপাত্ত উৎস যেমন ডাইমেনসান্স্ (Dimensions) থেকে ডেটার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ক্ষেত্র সমীক্ষার বিষয় যুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে SSFOS কে (Semantic Scholar Field of Study) ক্লাসিফায়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ঘ) প্রবন্ধ নিহিতকরণ (Paper Embeddings):

প্রবন্ধ নিহিতকরণ প্রক্রিয়াটি অন্য প্রবন্ধ সম্পর্কে পরামর্শ (recommendations) ও লেখকের নামের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা খুঁজে বার করতে ব্যবহার করা হয়। পান্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাসংক্রান্ত রচনায় নিজের রচনাকে অন্য গবেষকদের সমগোত্রীয় কাজের সঙ্গে তুলনা দ্বারা বৈশিষ্ট্য প্রদান বা পরিচিতি ঘটানোর ক্ষেত্রে ''এমবেডিঙ্গস'' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রবন্ধের ভেক্টর উপস্থাপন বা ''ভেক্টর রিপ্রেজেন্টেশন'' তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে নানাভাবে উপযোগী বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। Arman Cohan's 'SPECTER' হল এমন এক নথি ভিত্তিক নিহিতকরণের অভিনব পদ্ধতি যা বিজ্ঞানধর্মী গবেষণায় উদ্ধৃতিদান লেখচিত্র সহযোগে মূল্যায়ন মাপকাঠি হিসাবে প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

ঙ) সম্পর্কযুক্ত প্রবন্ধের বিষয়ে পরামর্শদান

প্রবন্ধ তালিকায় যেগুলো সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ও অন্যটির সঙ্গে অতীব সম্পর্কযুক্ত সেগুলো খুঁজে বার করতে সহায়তা করে। আসলে এই 'সেমান্টিক স্কলার' একগুচ্ছ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ তালিকা থেকে রেকমেন্ডেড পেপারগুলোর সারিবদ্ধ একটি তালিকা বা 'র‍্যাঙ্কড্ লিস্ট' উপস্থাপন করে।

চ) গ্রাফ বা লেখচিত্র

এপিআই ও ডেটাসেটগুলোর মধ্যে গ্রাফ এপিআই ''সেমান্টিক স্কলার অ্যাকাডেমিক গ্রাফ'' থেকে সবচেয়ে সাম্প্রতিক সময়ের তথ্য সরবরাহ করে থাকে। প্রবন্ধ গুলো তুলে আনার জন্য অন্য প্রবন্ধের সঙ্গে দ্বিমুখী উদ্ধৃতিদান সম্পর্ক, প্রবন্ধ মধ্যবর্তী আইডি, ডিওআই, আর্কাইভ (bioRxiv.org) কি ওয়ার্ড সার্চ, অথর সার্চ ইত্যাদি বেশ কয়েকটি পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়। সার্চ ফলাফলের ওপর ''সাইজ রেস্ট্রিক্শন'' করা হয় যখন একত্রে প্রচুর প্রবন্ধ আহরণ করা হয়। এর সাহায্যে ব্যবহারকারী গবেষকগণ এক ঝলকে প্রবন্ধের স্তূপ চাক্ষুষ করতে পারেন।

ছ) ডেটাসেটস্

ডেটাসেট হল এক গুচ্ছ JSON ফাইল। একটি ডেটাসেটের রেকর্ড অন্য ডেটাসেটের রেকর্ডকে ID দ্বারা উল্লেখ করে। এই ডেটাসেটের যে ডেটাগুলো অন্তর্ভুক্ত তা হল:

অ) পেপারস্ : পেপারের মূল মেটা ডেটা

আ) অ্যাবস্ট্রাক্টস্ : প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পাঠ বা অ্যাবস্ট্রাক্ট টেক্সট

ই) অথরস্ : অথরস্ বা লেখকের মূল মেটাডেটা

ঈ) সাইটেশনস্ : একাধিক প্রবন্ধের মধ্যে উদ্ধৃতিদান সংযোগ। উক্ত সংযোগের সঙ্গে সাইটেশন্ কনটেক্সট্, ইনটেন্ট আর ইনফ্লুয়েনশিয়াল ক্লাসিফিকেশন সংক্রান্ত ডেটা থাকে।

উ) এমবেডিঙ্গম্ : প্রবন্ধের SPECTER এমবেডিঙ্গস্

ঊ) পেপার-আইডি : নির্দিষ্ট পেপারকে সনাক্ত করতে স্বতন্ত্র পেপারের আইডি ব্যবহার করা হয়।

ঋ) টিএলডিআর : প্রবন্ধের TLDR থাকে।

৯) পাবলিকেশন স্থান : পাবলিকেশন স্থানের মেটা ডেটা

(অবশিষ্টাংশ পরবর্তী সংখ্যায়)

[আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়া অর্চনা শ্রীমানী গত ২৩.০২.২০২৫ তারিখে প্রয়াত হন। তাঁর প্রয়াণে পরিষদ গভীর শোকপ্রকাশ করছে এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। অর্চনাদির স্মরণে এই লেখাটি প্রকাশ করা হল। — সম্পাদক]

ইমিডিয়েট বস্

সোমা চক্রবর্তী*

গ্রন্থাগার সহকারী, উত্তর ২৪ পরগণা, রাষ্ট্রীয় জেলা গ্রন্থাগার, বারাসাত

১৯৯৯ সালের ৩রা মে কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দানের বিপরীত দিকে কলকাতা নগর গ্রন্থাগারের পুরানো বাড়ির এক তলায় আমার Appointment letter জমা দেওয়ার পরে আমাকে দোতলায় গিয়ে Assistant Librarian-in-charge শ্রীমতী অর্চনা শ্রীমানীর সাথে দেখা করতে বলা হল। সেইদিন বেলা বারোটা নাগাদ আমার কর্মস্থলের সরাসরি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ, সেই মানুষটির সম্মুখীন হওয়ার পর থেকে ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসের শেষদিন তাঁর অবসর গ্রহণ পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহের শুরু থেকে শেষ অবধি সবকটি কাজের দিন এই মানুষটির কাছে কাজ শিখেছি এবং তাঁর নির্দেশানুসারে কাজ করেছি। নির্ভেজাল সত্যিকথা হল আমার কর্মজীবনের প্রধান শিক্ষিকার নাম শ্রীমতী অর্চনা শ্রীমানী।

অনতিদীর্ঘ গৌরাঙ্গী সদা কর্মব্যস্ত মানুষটির বৈশিষ্ট্য ছিল যথাসাধ্য সাদামাঠা ভাবে নিজেকে সমাজের সামনে প্রকাশ করা। পরনে সাধারণ তাঁত বা সুতির ছাপা শাড়ি, দিনের প্রথমার্ধে ভেজা খোলা চুল এবং দ্বিতীয়ার্ধে তাকে হাত খোঁপায় বেঁধে গোটা কলকাতা নগর গ্রন্থাগারকে মাথায় করে রাখতেন অর্চনাদি। যথেষ্ট জোরালো কণ্ঠস্বরে সহকর্মীদের ডাকাডাকি করা, নিজের এক কাঁধে বেশকিছু বই নিয়ে অনায়াসে একতলা দোতলা করা অথবা বইপত্রের ধুলো ঝাড়াঝাড়িতে তাঁর কখনো এতটুকু অনীহা দেখিনি। কিছুদিন কাজ করার পরে লক্ষ্য করলাম প্রতিদিনের কাজের সময়কে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করে তিনি কাজ করতেন। যেহেতু তিনি প্রথমদিকে Librarian-in-charge এবং শেষদিকে গ্রন্থাগারিক ছিলেন তাই দিনের প্রথমভাগের ঘন্টাখানেক এবং শেষভাগের ঘন্টাখানেক একতলার অফিসঘরে অথবা গ্রন্থাগারিকের ঘরে বসে তাঁর অফিসিয়াল কাজ, ফাইলপত্র দেখা ইত্যাদি কাজ করতেন। এই সময়টুকু বাদ দিলে মূলত অর্চনাদি তাঁর প্রিয় কাজ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কাজেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে ভালবাসতেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ধ্রুপদী মত অর্থাৎ Classical philosophy-এর সমর্থক ছিলেন দিদি। গল্পের বইসহ বিভিন্ন বইপত্র সম্পূর্ণ পাঠ করার অভ্যাস তাঁর ছিল না বললেই চলে অথচ আমাদের পেশার ক্ষেত্রে যাকে বলা হয় 'Technical reading of books' সেই বিষয়ে তাঁর ছিল বিরাট দক্ষতা। এই কারণেই কলকাতা নগর গ্রন্থাগারের বইয়ের ভাণ্ডার অর্চনাদির হাত ধরে যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। গড়ে উঠেছে কলকাতা জেলার ওপরে গ্রন্থভাণ্ডার। বইয়ের Classification number করতেন যাকে বলে ritually একদম নিখুঁত হত তাঁর ক্লাশ নম্বর নির্বাচন। নিয়মিত সপ্তাহে অন্তত একদিন Catalogue cabinet গুলির arrangement এ চোখ বুলিয়ে নিতেন। সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি সপ্তাহে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বই class number করে catalogue করার দায়িত্ব দিতেন। কার্ড করা হয়ে গেলে দিদি নিজে সবার বই পরীক্ষা করে সঠিক বললে আমরা কার্ডগুলি ক্যাবিনেটে Subject এবং Dictionary catalogue এর নিয়মানুযায়ী সাজিয়ে রাখতাম। অস্বীকার করার পথ নেই যে এতটুকু ত্রুটিও তাঁর নজর এড়াতো না। সাথে সাথে শুধরে দিতে বলতেন অথবা কর্মীদের হাতে বেশি কাজ থাকলে নিজেই card filling বা নতুন কেনা বই accession এর কাজ করতেন। ঠিক এইভাবেই Book rack গুলিতে বইয়ের arrangement মাঝেমাঝেই পরীক্ষা করতেন। আমি এত কথা বলছি শুধুমাত্র এই কথাটি বোঝাবার জন্য যে অফিস আওয়ারে অযথা সময় নষ্ট করার কথা তিনি সম্ভবত কল্পনাও করতে পারতেন না।

বিকেলের দিকে টিফিন খাওয়ার পরে বেশিরভাগ দিনই কলকাতা জেলার বিভিন্ন Sponsored library থেকে গ্রন্থাগারিকরা নিজেদের কাজে তাঁর কাছে আসতেন। তাঁদের আলোচনা সরগরম করে রাখত দোতলার কাউন্টার তবে সেইসব আলোচনা কখনোই

* দূরভাষ - ৯৪৩৩৯ ১২৯৫২

গ্রন্থাগারের পাঠকদের নিশ্চিন্ত পাঠে ব্যাঘাত ঘটায় নি। সন্ধ্যার পরে আবার কিছুক্ষণ নিচের অফিস ঘরে বসে সইসাবুদের কাজ করে অর্চনাদির একটি গোটা কাজের দিন শেষ হত।

কলকাতা নগর গ্রন্থাগারে ২০০০ সালের প্রথম দিকে অর্চনাদির নেতৃত্বে আমরা কাজী নজরুল ইসলামের নিজের লেখা বই এবং তাঁর ওপরে প্রকাশিত বই ও পত্র-পত্রিকার যৌথসূচী বা Union catalogue তৈরি করেছিলাম। কলকাতা জেলার সমস্ত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত এই জাতীয় বই ও পত্র-পত্রিকা এই কাজের পরিধি মধ্যে ছিল। দিদির পরিচিতির গণ্ডী ছিল সুবিস্তৃত ফলে কোথায় কোথায় কি কি বই বা পত্রিকা আছে তা জানতে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি। কাজটি প্রথমে সাইক্লোস্টাইলে করা হলেও কিছুদিন পরেই গ্রন্থাগার দপ্তরের সহযোগিতায় ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। যৌথসূচিটির ম্যানুস্ক্রিপ্ট তৈরির সময় দেখেছিলাম কী অনায়াসে উনি একটি Team work-কে সবদিক দিয়ে সফল করতে পেরেছিলেন। আমরা প্রত্যেকে প্রতিদিন কিছুটা কিছুটা করে যৌথসূচি প্রস্তুত করতাম। যাঁর যে কাজটি প্রশংসার যোগ্য সকলের সামনে তা উল্লেখ করে সবাইকে উৎসাহিত করে তুলতেন অর্চনাদি।

কলকাতা বইমেলা থেকে বেছে বেছে বই নেওয়ার পর্বগুলিরও ছিল মনে রাখার মতন। বইমেলা চলাকালীন প্রতিদিন অর্চনাদি গ্রন্থাগার সহকারীদের মধ্যে থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেকোনো দুজনকে নিয়ে বইমেলায় যেতেন। সারাদিন তিনজন মিলে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন স্টল থেকে বই পছন্দ করে করে খাতায় বইয়ের নাম, স্টল নম্বর এবং বইয়ের দাম লেখা হত। দিনের শেষে ক্যালকুলেটরে নির্দিষ্ট পরিমাণ শতাংশ বাদ দিয়ে কত টাকার বই হল সেই ধারণা করা হত। মেলার শেষ দুদিন গ্রন্থাগারের Enlisted vendor-দের ওইসব বই বইমেলা থেকে তুলতে বলা হত। এর পরে শুরু হত Accession-এর কাজ। এই সময়গুলোতে অফিস স্টাফদের সাথে অনেকটা রাত অবধি ওনাকে গ্রন্থাগারে থাকতে হত। বছরের পর বছর ধরে এই গোটা প্রক্রিয়াটিতে একদিনের জন্যেও কখনো মনে হয়নি উনি আমাদের ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিজেকে আলাদা করে রেখেছেন। অর্চনাদি বিশ্বাস করতেন ''আপনি আচরি ধর্ম শিখাও অপরে''। এই বিশ্বাস থেকেই Stock taking/verification/ rectification-এর সময় সবাই মিলে আমরা সবরকম কাজ করতাম-সেখানে Librarian, Assistant Librarian বা Library Assistant-এর পদ বিভাজন জনিত ব্যবহার কখনই অনুভব করিনি।

শেষ করার আগে একটু অন্যদিকে চোখ ফেরাই। অর্চনাদি প্রথম কোনো মানুষকে দেখলে ভুরুদুটি কুঁচকে তার দিকে তাকাতেন। ধীরে ধীরে কথা বলতে বলতে কপালের ভাঁজ একদম কমে যেত। ওনার কখনো মনে হয়নি যে এর ফলে নতুন আসা মানুষটির মনে ওনার সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। এই ভুলটা অনেকেরই হত — মানুষটি যে কতটা মাটির কাছাকাছি তা প্রথম মোলাকাতে বেশিরভাগ মানুষই বুঝতে পারতেন না। অনির্বান (ভবানী)দার উদ্যোগে অনেক সহকর্মী মিলে টাকীতে বেড়াতে গিয়ে বা অরুণ (সরকার) দার উদ্যোগে মসলন্দপুরে পিকনিক করতে গিয়ে উচ্ছল হাসিখুশি অর্চনাদিকে দেখতাম। ২০১২ সালে একদিন বিশেষ কারণে অনেক রাত হয়ে যাওয়ায় আমি বাধ্য হয়েছিলাম অর্চনাদির শ্যামবাজারের বাড়িতে রাত কাটাতে। সেই রাতে আমার কাছে অনেকটা অপরিচিত আর মনের দিক দিয়ে প্রায় কিশোরী অর্চনা শ্রীমানী তাঁর অনেক ধরনের আবেগ নিয়ে নিজেকে মেলে ধরেছিলেন। ভোর হওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা পরস্পরের মধ্যে শুধু কথাই বলে চলেছিলাম। সেসব কথা আমার মধ্যেই থেকে যাবে। ভোরে যখন রাস্তায় নেমে ওপরে তাকালাম দেখলাম আমার প্রথম কাজের জায়গার তৎকালীন অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক জানলায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

শিশুসাহিত্য গ্রন্থপঞ্জীর প্রথম খণ্ড ওনার অবসর গ্রহণের আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। তখন দেখতাম নিজের স্বপ্নকে যথাসাধ্য ত্রুটিমুক্ত করার জন্য কি নিরলস পরিশ্রম করতেন অথচ তার জন্য গ্রন্থাগার পরিচালনার দৈনন্দিন কাজে কোনো আলস্য ছিল না। তিনি কর্তব্যের ক্ষেত্রে আলস্যকে কখনও প্রশ্রয় দেননি। জীবনে সম্মান পেলেও অসম্মানের আঘাতও পেয়েছেন যথেষ্টই। সব মানুষের মতনই কিছু ত্রুটিও ছিল তাঁর মজ্জাগত। মাঝেমাঝে কিছু অযৌক্তিক জেদ, অবুঝভাবে বাস্তব পরিস্থিতিকে বুঝতে না চাওয়া এবং কদাচিৎ হয়তো পরিস্থিতির সাপেক্ষে কাউকে একটু হলেও ভুল বোঝা অর্চনাদির জীবনযাপনের দুর্বল দিক ছিল। এইজন্য তাঁকে কষ্টও পেতে হত।

২০২০ সালের জানুয়ারি মাসের পর থেকে জীবনের নিদারুণতম শোক সহ্য করে শেষ পাঁচটি বছর বাঁচতে বাধ্য হয়েও কাজের ইচ্ছা আগের মতনই বজায় রেখেছিলেন। অসাধারণ মানসিক জোর ছাড়া যা কখনোই সম্ভব হয় না। ২৩.০২.২০২৫ সকালবেলা এই জীবনের ঝুলি ভর্তি প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিকে ফেলে রেখে যে নতুন আশ্রয়ে চলে গেলেন সেখানে শান্তিতে বিশ্রাম নিন দিদি, একটু স্বস্তি পান।

ওঁ শান্তি ! শান্তি ! শান্তি।

শতবর্ষে ফিরে দেখা

(তৃতীয় কিস্তি)

(২০২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে'র শতবর্ষ পূর্ণ হবে। বিগত দিনগুলিতে পরিষদ কিভাবে কাজ করেছে সে কথা মানুষ জানতে আগ্রহী। আমরাও মনে করি, সামনের দিকে এগোতে হলে ইতিহাসের দিকেও ফিরে তাকাতে হয়, তাই সারা বছর ধরে পরপর কয়েকটি সংখ্যায় আমরা পূর্বে প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা থেকেই পরিষদের কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ ও ঘটনা তুলে ধরব। বানান ও উপস্থাপনা অপরিবর্তিত রইল।)

গ্রন্থাগারিক সংবাদ

অবসর গ্রহণ

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভারত সরকারের কলিকাতায় অবস্থিত কমার্সিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীসুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দীর্ঘ ৩২ বৎসর যাবৎ দক্ষতার সহিত এই গ্রন্থাগারের সেবা করিবার পর কিছুকাল পূর্বে কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কার্যক্ষেত্রে জনসাধারণের সেবক হিসাবে তিনি যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন এবং গ্রন্থাগারিক হিসাবে যে সুনিপুণ কর্মদক্ষতার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহা গ্রন্থাগারিকদের সর্ব্বদা অনুকরণীয়ণ শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। আমরা তাঁহার শান্তিময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

নিয়োগ

শ্রীফণীভূষণ রায়

শ্রীফণীভূষণ রায় ভারত সরকারের কমার্সিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকের পদে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক বিদ্যায় ডিপ্লোমা প্রাপ্ত একজন উৎসাহী যুবক। গ্রন্থাগারিক হিসাবেও তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে। আমরা আশা করি তিনি ঐ পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইবেন।

সুভাষচন্দ্র বসুর ৫৬ তম জন্মদিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে সকাল ৮।।০ টায় লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

বেলা ১২।১৫ মিঃ তোপধ্বনি সহকারে নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

সন্ধ্যা ৬।।০ টায় আলোক সজ্জার অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীধর্ম্মদাস হাজরা, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি নেতাজীর জীবন চরিত ও আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্তা বিজ্ঞপ্তি ও বিবরণ

কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ১লা সেপ্টেম্বর শনিবার, ১৯৫১ বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে বেলভেডিয়ারে ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর (পরবর্তী ন্যাশনাল লাইব্রেরী) প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভার প্রথমে উদ্বোধন সংগীতের পরে তদানীন্তন ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক বিখ্যাত ভাষাবিদ্ হরিনাথ দের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচিত ও মাল্যভূষিত করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন বক্তা কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর বিগত ১০০ শত বৎসরের ইতিহাস, বিভিন্ন পরিবর্তনের ধারায় ইহার ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে পরিণতি ও বাংলা দেশের শিক্ষা ও সামাজিক ইতিহাসের সহিত ইহার সম্বন্ধের বিভিন্ন দিকের উপর আলোচনা করেন বক্তাদের মধ্যে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু, ন্যাশানাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীযুত বি, এস, কেশবন প্রভৃতি ''কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর'' বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভার শেষে পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে ধন্যবাদ দেন।

জাতীয় সঙ্গীতের পর সভা শেষ হয়।

পরীক্ষার ফল — ১৯৫১

নিম্নলিখিত পরীক্ষার্থীগণ ১৯৫১ সালের গ্রন্থাগার পরিচালন শিক্ষণ বিষয়ে গৃহীত পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করিয়াছেন এবং Certificate of Training in Librarianship পাইবার অধিকারী হইয়াছেন।

(গুণানুসারে)

*১।	নির্ম্মল রায়	১০।	কমলা গুহঠাকুরতা
*২।	রামদুলাল ভট্টাচার্য	১১।	নৃপেন্দ্রকুমার নাথ
*৩।	দীপালি গুহ	১২।	সুধীন্দ্র সেনগুপ্ত
৪।	পাঁচুগোপাল মৈত্র	১৩।	অনুকূলচন্দ্র দে
	এনিড্ ডি সলোমন	১৪।	তৃপ্তি রায়চৌধুরী
৬।	শক্তি নিয়োগী	১৫।	দুলালচাঁদ শী
৭।	নিমেষরঞ্জন হালদার	১৬।	গৌরী রায়
	বীরেন্দ্র কিশোর রায়	১৭।	গোলোক বিহারী গোস্বামী
৯।	শুভঙ্করী বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮।	চিত্তরঞ্জন দাস

*প্রথম তিনজন শতকরা ৮০ নম্বর পাইয়া Distinction পাইয়াছেন।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ও শ্রীকেশবনের সম্বর্দ্ধনা

গত ২১শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষতের সভাপতি শ্রীঅপূর্ব্বকুমার চন্দের সভাপতিত্বে বাগীশ্বরী অধ্যাপক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রী বি এস কেশবনকে আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। এই সভায় বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও গ্রন্থাগারিক উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সাম্প্রতিক পশ্চিম ইউরোপ ও ইংলণ্ড ভ্রমণের এবং তথাকার কোন কোন গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার উল্লেখ করিয়া আশা প্রকাশ করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতেও গ্রন্থাগারসমূহের অনুরূপ উৎকর্ষ হইবে, এরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিরূপে ইউরোপের বিভিন্ন সংস্কৃতি কেন্দ্রে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করেন। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীতিনকড়ি দত্ত ও শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু অতিথিগণের প্রতি শুভেচ্ছা জানাইয়া বক্তৃতা করেন। শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ এবং শ্রীনচিকেতা মুখোপাধ্যায় উভয়ে দুইটি করিয়া সময়োচিত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। ডক্টর রায় ও শ্রীকেশবন অভ্যর্থনার উত্তরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং দেশের সেবাতেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও আনন্দ — এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। সভাপতি চন্দ মহাশয় অতিথিগণের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে দেশের প্রতি গুরুদায়িত্ব লইয়া এই শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থাগারিকদ্বয়, বিদেশে যাইতেছেন। সমস্ত দেশের শুভেচ্ছা তাঁহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে। শ্রীশচীন্দ্রনাথ রুদ্র কর্ত্তৃক সভাপতিকে ধন্যবাদ দানের পর সভার কার্য্য শেষ হয়। উপস্থিত সভ্যগণকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়।

সভাগণের প্রতি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইংরেজী ১৯৫১ সাল শেষ হইয়াছে, যাঁহারা এখন পর্য্যন্ত ঐ বৎসরের চাঁদা পরিশোধ করেন নাই, অবিলম্বে তাঁহারা ১৯৫২ সালের চাঁদার সহিত উহা পরিশোধ করিবেন। নিয়মানুযায়ী বার্ষিক চাঁদা (ব্যক্তিগত ২, প্রতিষ্ঠান ৩) অগ্রিম দেয়। বিনামূল্যে প্রেরিতব্য প্রকাশিত পত্রিকাদি চাঁদা বাকী থাকিলে সভ্যগণের নিকট পাঠান হয় না। সভ্যগণকে অবিলম্বে দেয় চাঁদা পরিশোধ করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত
সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পশ্চিম বংগ বিধান সভা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য, একান্ত হিতাকাঙ্খী এবং ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বারাকপুর কেন্দ্র হইতে পশ্চিমবংগ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। নির্বাচনে তাঁহার সাফল্যের জন্য আমরা তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

ফটো

শান্তিপুর হইতে নির্বাচিত শ্রীশশী খাঁ বহুদিন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স এর গ্রন্থাগারিক ছিলেন এবং গ্রন্থাগারিক হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত তাঁহার দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্মজীবনে তিনি গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য, দায়িত্ব ও অভাব অভিযোগের যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন আগামী দিনের কর্ম ব্যস্ততায় তাহা তিনি ভুলিবেন না, এ নিশ্চিত বিশ্বাস আমরা রাখি। তাঁহার নির্বাচনে আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

পরিষদ কথা

শতবর্ষ উদযাপনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাখার উদ্যোগে আলোচনাসভা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তার শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে রাজ্যব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নিয়েছে। দক্ষিণ ২৪পরগণা জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভা ছিল সেই পরিকল্পনার অঙ্গ এবং শতবর্ষ উদযাপনের তৃতীয় অনুষ্ঠান। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল দুটি—১। 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার গ্রন্থাগারের ভূমিকা' ২। 'গ্রন্থবোধ ও গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থবোধ'।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ধারার গণআন্দোলনের সঙ্গে গ্রন্থাগারের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা গণআন্দোলনের নেতৃবর্গের হাতে তুলে দিতেন বই। বাংলার অনুশীলন সমিতির সশস্ত্র বিপ্লবীরাও বই পাঠের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারও গড়ে তুলতে ভূমিকা পালন করেছিলেন। এভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলন এক বিন্দুতে মিলিত হলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম তীব্রতা লাভ করে ও ঔপনিবেশিক শক্তির বাঁধন আলগা হয়ে যায়। এস আর রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের আবিস্কারও সেই সংগ্রামী সময়েরই ফসল। গত ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাখার পক্ষ থেকে বিদ্যানগরে অবস্থিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থাগারের ধীরেন্দ্রনাথ বেরা সভা ঘরে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় একথাই বলেন শ্রী প্রদোষকুমার বাগচী এবং ডক্টর পূরবী সেন। অন্যদিকে 'গ্রন্থবোধ ও গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থবোধ' নিয়ে আলোচনা করেন দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সুস্নাত চৌধুরী ও সত্যব্রত ঘোষাল। বইকে কিভাবে দেখা হবে তার উপরেও মানুষের গ্রন্থবোধ তৈরি হয় এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তা কিভাবে পালটে যায় অতীত কাল থেকে বর্তমান কালে বইয়ের বাহ্যিক ও অন্তরঙ্গরূপের নানা বিবর্তনগুলিই যে তার পরিচয়বাহী সেকথা ভিস্যুয়াল স্ট্রিপের সাহায্যে তুলে ধরেন সুস্নাত চৌধুরী। অন্যদিকে সত্যব্রত ঘোষাল সমাজের বিশিষ্ট মানুষ, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদদের জাগ্রত গ্রন্থবোধের কথা তুলে ধরে বলেন বই পড়ার অভ্যাসই পারে সকলের মধ্যে গ্রন্থবোধ জাগ্রত করতে। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব অনেক বেশি। তাঁরা ভাল পাঠক হলে গ্রন্থাগার পরিষেবাকেও তাঁরা উন্নত করে তুলতে পারেন তাঁদেরই উন্নত গ্রন্থবোধ দিয়ে। দুটি আলোচনারই সভামুখ্য ছিলেন শ্রী শুভেন্দু বারিক মহাশয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শেখ মোহাম্মদ শহিদুল্লা, বিশেষ অতিথি জেলা গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক শ্রী প্রদ্যুৎ কুমার মণ্ডল। পরিষদের কর্মসচিব শ্রী জয়দীপ চন্দ মহাশয়। স্বাগত ভাষণ দেন জেলা সম্পাদক শ্রী অরুনাভ দাস। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রী কৃষ্ণপদ মজুমদার মহাশয়। তিনি তাঁর ভাষণে পরিষদ গঠনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মী ও জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রী মধুসূদন চৌধুরী অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে ভূমিকা পালন করেন। জেলা গ্রন্থাগারের সভাকক্ষের অর্ধাংশ জুড়ে বিপ্লবীদের ছবি ও পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রচুর মানুষ ঐ প্রদর্শনী দেখে যান। সম্মেলনে ২৭৫জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক --- অরুণাভ দাশ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় ও হুগলী জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শতবর্ষ উদযাপনের দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারে ১৯ জানুয়ারি ২০২৫। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুগলি জেলা শাখা এবং সহযোগিতায় ছিল উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার। একদিনের এই অনুষ্ঠানে আলোচ্য বিষয় ছিলঃ কুমার মনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এবং হুগলি জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কামারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা ড.স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক সত্যব্রত ঘোষাল এবং দ.২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মধুসূদন চৌধুরী। আলোচনাসভার সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ড. বিনোদ বিহারী দাস। প্রত্যেকের আলোচনায় বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা লগ্নে হুগলি জেলার গৌরবময় ইতিহাসের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয় এবং কুমার মণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের নানান সাংগঠনিক দক্ষতা ও গ্রন্থানুরাগের কথা উঠে আসে। বিশিষ্ট প্রধান শিক্ষক অশোক গাঙ্গুলী বলেন, বাঁশবেড়িয়ার ছোট্ট একটি স্কুলঘরে কয়েকটি বই নিয়ে কুমার মণীন্দ্র দেব রায়ের গ্রন্থাগারের পথচলা শুরু হয়েছিল যা তিনি বরোদার মহারাজা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । তাঁর গ্রন্থাগার প্রীতি এতটাই প্রগাঢ় ছিল যে তিনি কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে সেখানকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্মুখ ধারণা নিতে চেয়েছিলেন। শ্রী গাঙ্গুলী প্রস্তাব দেন কুমার মনীন্দ্র দেব রায়ের আসন্ন সার্ধশত জন্মবর্ষে পরিষদের পক্ষে তাঁর জন্মদিবস ২৬শে আগস্টকে কেন্দ্র করে কোন ভূমিকা গ্রহণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে তিনি পরিষদকে ভাবতে অনুরোধ করেন। অধ্যাপিকা স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হুগলি জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মানুষদের অবদানকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রমে তা অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি। বিশিষ্ট আলোচক সত্যব্রত ঘোষাল এই মতামত ব্যক্ত করেন যে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা তৎকালীন জনগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের একটি ধারাবাহিক প্রচেষ্টা যা সামাজিক আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছিল। আজকের দিনে তাকে রক্ষা করতে "লাইব্রেরি লাভার্স ক্লাব" জাতীয় প্রচেষ্টা কতটা কার্যকর হবে সে নিয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করেন। ১৯২৯ সালের এক অনুষ্ঠানে সভাপতি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সামনে কুমার মণীন্দ্র দেব রায় বক্তব্য পেশের পর শরৎচন্দ্র তাঁর উন্নত চিন্তাভাবনা প্রসূত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়িত করা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। সর্বশেষ আলোচক মধুসূদন চৌধুরী বলেন, শুধুমাত্র কুমার মনীন্দ্র দেবরায় কেন্দ্রিক আলোচনা না করে তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে পঞ্চানন কর্মকার, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, জিতেন্দ্র লাহিড়ী, হরিহর শেঠ, শিবচন্দ্র সহ বিভিন্ন মানুষের যে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল তাঁদের মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরী। আলোচনা শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানান পরিষদের সহ-সভাপতি গৌতম গোস্বামী ।

আলোচনা সভার প্রারম্ভে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের বিশিষ্ট জন উপস্থিত ছিলেন শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার বিভাগের প্রাক্তন উপ অধিকর্তা সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার পৌর প্রধান দিলীপ যাদব এবং পৌর প্রতিনিধি অর্ণব রায় মহাশয়গণ। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্বাগত জানান হুগলি জেলার গ্রন্থাগার আধিকারিক এবং জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থকারিক ড. ইন্দ্রজিৎ পান। পৌরপ্রধান দিলীপ যাদব মহাশয় তার পৌরসভার পক্ষ থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার

(অবশিষ্টাংশ ২৩ পৃষ্ঠায়)

শতবর্ষ উপলক্ষ্যে পরিষদকে বিশেষ অর্থ সাহায্যকারী দাতাদের তালিকা

(পরিষদের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং গভীর দায়বদ্ধতা থেকে বহু শুভার্থী সদস্য/সদস্যা শতবর্ষ উদ্‌যাপনে ৫০০০ টাকা বা তার উর্দ্ধে দান করেছেন বা দান করতে অঙ্গীকার করেছেন। তাঁদের নাম এখানে বর্ণানুক্রমে প্রকাশ করা হল। এই দান গ্রহণ প্রক্রিয়া চালু আছে। এখনো যে সমস্ত সদস্য/সদস্যাগণ পরিষদকে দান করে উঠতে পারেন নি, তাঁদের যত শীঘ্র সম্ভব দান প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান হচ্ছে।)

Sl. No.	Name	District
1	Abhijit Kumar Bhowmick	TPN
2	Abhijit Kumar	HOOGHLY
3	Aishaani Chanda	TPN
4	Aishiki Chanda	TPN
5	Alok Mondal	HOWRAH
6	Amit Kr. Pal	HOWRAH
7	Amita Chattopadhyay	HOOGHLY
8	Amitava Chakraborty	BUR(E)
9	Anandamoyee Dasgupta	HOOGHLY
10	Anjana Dutta	KOLKATA
11	Anup Kumar Routh	HOWRAH
12	Anusmita Guha	TPS
13	Archana Sreemany	KOLKATA
14	Arun Kr. Chakraborty	TPN
15	Arun Mukherjee	BANKURA
16	Arunava Bhowmick	HOOGHLY
17	Arup Ratan Das	TPN
18	Arup Roy Chowdhury	HOOGHLY
19	Arup Saha	BUR(W)
20	Ashim Kumar Chakraborty	HOWRAH
21	Ashoke Goswami	BUR(W)
22	Ashoke Kumar Mondal	HOWRAH
23	Ashoke Kumar Das	HOWRAH
24	Ashoke Singha Mahapatra	NADIA
25	Asim Kr. Haldar	TPS
26	Asit Kr. Roy	HOWRAH
27	Asitabha Das	TPS
28	Bahni Mukhopadhyay	HOOGHLY
29	Balai Mondal	BUR(W)
30	Ballari Bannerjee	KOLKATA
31	Banhi Sikha Chowdhury	TPN
32	Bani Chakraborty	KOLKATA
33	Bapan Kumar Maity	TPS
34	Barun Mondal	BANKURA
35	Basab Dutta Chakraborty	BANKURA

Sl. No.	Name	District
36	Basudeb Pal	BUR(E)
37	Belal Ahmed Kaji	MALDA
38	Bhaswati Chatterjee	KOLKATA
39	Bhupen Roy	NADIA
40	Bimal Naryan Sur	TPN
41	Biswabaran Guha	TPS
42	Biswajit Bansar	KOLKATA
43	Bithi Bose	KOLKATA
44	Brajendra Nath Ghosh	DAKSHIN DINAJPUR
45	Bratati Niyogi	KOLKATA
46	Bubun Samanta	HOWRAH
47	Bula Ghosh	KOLKATA
48	Chandana Chakraborty	TPN
49	Chandrani Chanda	TPN
50	Chitra Nag	KOLKATA
51	Chitra Satpati	KOLKATA
52	Chittaranjan Bera	TPN
53	Choudhury Matijul Kabir	HOOGHLY
54	Debabrata Kundu	HOWRAH
55	Debabrata Manna	TPS
56	Debashish Dutta Gupta	KOLKATA
57	Debasish Banerjee	KOLKATA
58	Debasish Mukherjee	TPS
59	Debasish Pradhan	DARJEELING
60	Dhirendranath Sarkar	
61	Dibyendu Chandra	HOWRAH
62	Dinabandhu Mohanty	BANKURA
63	Dipak Misra	MALDA
64	Gati Krishna Batabyal	JHARGRAM
65	Gayatri Guha	TPN
66	Gitasri Sengupta	KOLKATA
67	Gopa Paul	COOCHBEHAR
68	Gopal Paul	BANKURA
69	Gopal Prasad Saha	MALDA
70	Gopal Roy	MALDA

Sl. No.	Name	District
71	Gopan Kr. Saha	COOCHBEHAR
72	Gouranga Karmakar	TPN
73	Gouri Bannerjee	KOLKATA
74	Goutam Chatterjee	KOLKATA
75	Goutam Chattopadhyay	NADIA
76	Goutam Goswami	TPN
77	Goutam Roy	MALDA
78	Indrani Bhattacharjee	KOLKATA
79	J. N. Satpati	KOLKATA
80	Jagadish Mahato	PURULIA
81	Jakirul Islam	BUR (E)
82	Jayanta Biswas	KOLKATA
83	Jayati Ghosh	KOLKATA
84	Jhulan Paul	BANKURA
85	Jogmohon Das	HOWRAH
86	Jayasree Sen	TPN
87	Juthika Dam	TPS
88	K. P. Majumder	TPS
89	Kaberi Karmakar	HOOGHLY
90	Kader Ali Khan	BUR (E)
91	Kajal Kr. Mondal	MALDA
92	Kalpa Majumder	KOLKATA
93	Kanak Ghosh	TPS
94	Kanchan Chatterjee	BIRBHUM
95	Kanika Das	BUR (W)
96	Kankan Sarkar	KOLKATA
97	Kanti Mukherjee	BANKURA
98	Kaushik Maji	HOWRAH
99	Keka Panty Ghosh	TPN
100	Keshablal Chakraborty	NADIA
101	Kishore Krishna Bannjerjee	TPN
102	Krishna Saha Biswas	TPN
103	Krishna Sarkar	KOLKATA
104	Kulin Ch. Roy	COOCHBEHAR
105	Lakshmi Naryan Roy	BIRBHUM
106	Lipika Gupta	TPS
107	Madhab Chatterjee	KOLKATA
108	Madhuchandra Majumder	TPS
109	Madhusree Ghosh	TPN
110	Maitree Roy	TPN
111	Mala Sanyal	MALDA
112	Manas Kapri	BANKURA
113	Manilal Murmu	KOLKATA

Sl. No.	Name	District
114	Mina Bhattacharjee	KOLKATA
115	Mita Ghosh	MALDA
116	Mohitosh Bera	TPS
117	Monali Mitra Paladhi	HOOGHLY
118	Moni Mohan Ghosh	TPN
119	Mou Dhar	TPN
120	Mousumi Chatterjee	BIRBHUM
121	Namita Ghosh	KOLKATA
122	Nirmalya Roy	KOLKATA
123	Nitai Roy Choudhury	KOLKATA
124	Pali Majumder	TPN
125	Papri Bandyopadhyay	HOOGHLY
126	Papri Sengupta	KOLKATA
127	Partha Pratim Bose	KOLKATA
128	Partha Pratim Joardar	TPN
129	Partha Sarathi Sahoo	MIDNAPORE (W)
130	Pijush Kanti Panigrahi	MIDNAPORE (W)
131	Pranabananda Jana	KOLKATA
132	Pradip Kr. Bhattacharya	KOLKATA
133	Pradip Kumar Sarkar	TPN
134	Prakash Saha	MALDA
135	Prantar Banerjee	HOWRAH
136	Prasenjit Purkait	HOOGHLY
137	Pritha Kar	TPN
138	Prodyot Dutta	HOOGHLY
139	Pulak Kar	TPN
140	Purabi Sen	TPS
141	Purna Chandra Samanta	TPN
142	Pushpendu Mondal	TPS
143	Rahul Ghosh	BANKURA
144	Rajat Das	KOLKATA
145	Rajesh Dutta	PURULIA
146	Ramendu Das	TPN
147	Ramgopal Seth	KOLKATA
148	Ramkrishna Saha	TPN
149	Ranapratap Chatterjee	KOLKATA
150	Ranjan Samanta	HOOGHLY
151	Rathindra Chandra Das	TPN
152	Ratri Banerjee	KOLKATA
153	Rukmini Mitra	HOWRAH
154	Sabyasachi Chatterjee	HOWRAH
155	Saiful Hoque	HOOGHLY
156	Sanjoy Guha	TPN

Sl. No.	Name	District
157	Sankar Jyoti Ghosh	HOWRAH
158	Santa Chatterjee	KOLKATA
159	Saswata Parui	HOWRAH
160	Saswati Bhattacharya	TPS
161	Satinath Banarjee	BANKURA
162	Shamik Burman Roy	TPS
163	Sharmistha Gupta	TPS
164	Shayamaprasad Sarkar	BUR (E)
165	Shibaprasad Chakraborty	HOWRAH
166	Shrabana Ghosh	KOLKATA
167	Shrabani Majumder	KOLKATA
168	Suvra Ghosh	HOWRAH
169	Shyam Sundar Kundu	BUR (W)
170	Shyamali Bandopadhyay	KOLKATA
171	Sibsankar Maity	TPN
172	Sisir Kr. Sankar	KOLKATA
173	Sk Monsur Ali	BUR (E)
174	Smiritikana Sarkar	KOLKATA
175	Snigdha Das	KOLKATA
176	Some Sundar Biswas	BANKURA
177	Somnath Banerjee	HOOGHLY
178	Sourav Dutta	MURSHIDABAD
179	Sovan Kr. Dhar	TPN
180	Subal Mondal	BANKURA
181	Subhas Chandra Mitra	HOWRAH
182	Subhendu Bhushan Banerjee	KOLKATA
183	Subrata Bhattacharyya	MALDA
184	Subhabrata Guria	TPS
185	Subrata Mallick Das	MALDA
186	Sudeshna Roy (Koley)	BANKURA
187	Sukhendu Dey	BUR (W)
188	Sukumar Sarkar	KOLKATA
189	Sumita Sengupta	BUR (E)
190	Sunil Kr. Chatterjee	KOLKATA
191	Sunirmal Chandra Haldar	TPN
192	Sunirmal Chandra Roy	KOLKATA
193	Surajit Shil	TPN
194	Susanta Raha	BIRBHUM
195	Susmita Bose Goswami	BUR (W)
196	Susmita Chakroborty	KOLKATA
197	Sutapa Bhuinya	BUR (W)
198	Swaguna Dutta	KOLKATA
199	Swapna Roy	TPN
200	Swati Bhattacharya	KOLKATA
201	Tanushree Bhadra	HOOGHLY
202	Tapas Chakraborty	HOOGHLY
203	Tapas Kr. Mandal	TPS
204	Tapas Kr. Sarkar	KOLKATA
205	Tarun Kumar Bhadra	HOOGHLY
206	Tarun Kr. Bhattacharya	HOOGHLY
207	Tarun Kr. Debnath	MIDNAPORE (E)
208	Tarun Kumar Dutta	KOLKATA
209	Tridib Chattopadhyay	TPN
210	Tutu Samanta	HOWRAH
211	Uma Majumder	TPS
212	Uttam Kr. Roy	BANKURA
213	Uttam Roy	MIDNAPORE (E)
214	Welwisher	TPN

(২০ পৃষ্ঠার পর)

পরিষদের অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন। শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায় তার বক্তব্যে বলেন, ১৯৭৯ সালের সাধারণ গ্রন্থাগার আইন রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করেছিল। আজ তা বিভিন্ন কারণে ধ্বংসের মুখে চলে গেছে। এখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ পরিষদের নেতৃত্বে আমাদের খুঁজে নিতে হবে। পরিষদে কর্মসচিব ড. জয়দীপ চন্দ শতবর্ষ উদযাপনের নানান দিক তুলে ধরে সকলকে আহ্বান জানান সমিতির পক্ষে আর্কাইভ গড়ে তোলার কাজে সহযোগিতা করার জন্য। পরিষদের সভাপতি ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সুপ্রাচীন ইতিহাসের আলোচনার প্রেক্ষিতে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এই পর্বের অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন প্রাক্তন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তাপস কুমার মন্ডল। অনুষ্ঠানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ হুগলি জেলার পক্ষ থেকে সভাপতি তাপস চক্রবর্তী ও সম্পাদক ড. সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৩৩৫০০ টাকা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তহবিলে দান করা হয়। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারের অর্পিতা চক্রবর্তী মহাশয়া।

প্রতিবেদক — নিতাই শ

গ্রন্থাগার কর্মীসংবাদ

গ্রন্থাগার বিষয়ক সেমিনারঃ

পূর্ব-বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার প্রশাসনের উদ্যোগে ৮ম পূর্ব-বর্ধমান জেলা গ্রন্থ মেলার নজরুল মঞ্চে "গ্রন্থাগার কেন ব্যবহার করব?" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ৯ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার। জীবন-জীবিকা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক চর্চা ও বিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। তথ্যপ্রযুক্তি ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেলেও হাতে ধরা বইয়ের কোন বিকল্প হয় না। ব্যক্তি জীবনে চাহিদা মাফিক সমস্ত বই এককভাবে কেনার ক্ষমতা সকলের থাকে না, সেই ঘাটতি পূরণ করে গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার মানবসম্পদের শ্রেষ্ঠ ভান্ডার। জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটা পর্বে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা আছে। বইপ্রেমী মানুষের ভিড়ে ঠাসা শীতের গোধূলিতে মননশীল বক্তব্যে এই সার কথাগুলি তুলে ধরেন অধ্যাপক ডঃ সুবর্ণ কুমার দাস, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক নির্মাল্য অধিকারী, এল-এল-এ সদস্যা মিত্রা কোলে, হাসনাত জামান প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক ডঃ উত্তম হাজরা। পাহাড়হাটি গোপালমনি উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে পূর্ব-বর্ধমান অষ্টম জেলা গ্রন্থ মেলায় সমবেত বইপ্রেমী, গ্রন্থাগার প্রেমী মানুষের মনে এক অনবদ্য অনুভূতি জাগায় এই সেমিনার।

প্রতিবেদকঃ--- বাসুদেব পাল
১০/০১/২০২৫

সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পেছনে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপ্রেম বিষয়ক আলোচনা

৪৭-তম বর্ধমান অভিযান গোষ্ঠী পরিচালিত বর্ধমান বইমেলার নজরুল মঞ্চে “গ্রন্থ-গ্রন্থাগার প্রেম ও সাহিত্য চর্চা" বিষয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ১২ই জানুয়ারি রবিবার। অভিযান গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতিসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল শিক্ষা সংগঠনের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে এই সময়ের অন্যতম কথাকার অর্পিতা সরকার ও ডঃ বিনতা রায়চৌধুরী তাদের সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পিছনে গ্রন্থাগার-গ্রন্থপ্রেম-বিষয় সাবলীল কথার বুনটে খোলামেলা আলোচনা করেন। ড. বিনতা রায়চৌধুরীর গবেষণার বিষয় ১৩৫০ সনের মন্বন্তর। সিংহভাগ উপাদান বিভিন্ন লাইব্রেরিতে গিয়ে দিনের পর দিন থেকে সংগ্রহ করেছেন, তাই গ্রন্থাগার ছাড়া মানুষের বৌদ্ধিক পুনর্জন্ম সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে দক্ষ গ্রন্থাগার কর্মীর কথাও স্বীকার করেন। গল্পকার অর্পিতা সরকারও তার বক্তব্যে নিপুনভাবে তুলে ধরেন শিক্ষাজীবন পেরিয়ে সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পেছনে গ্রন্থাগার ও বইয়ের প্রতি নিখাদ ভালোবাসার কথা। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন সাংবাদিক নিরুপম চৌধুরী ও সৌম বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবেদক --- বাসুদেব পাল
১২/০১/২০২৫

GRANTHAGAR

Vol. 73 No - 12 Editor : Goutam Goswami Asst Editor : Shamik Burman Roy March, 2024

ENGLISH ABSTRACTS

by Saikat Kr. Giri

➢ **Recruitment of librarian (Editorial), p.3-**

The editor expresses his great concern on the delay to the process of recruitment of librarians in the public libraries. Contextually, the worst hit in the libraries of higher secondary schools for pending recruitment over years by the School Service Commission in the state is highlighted. Emphasizing the importance of library and education in building up healthy atmosphere, it pleads towards the concerned to immediately recruit librarians at all levels in the interest of library and education.

➢ **Reminiscence of friend Ajoy by Ballari Bandyopadhyay, p.4-6**

Paying homage, the narrator acknowledges her close association with Ajoy Kumar Ghosh during student life in C. U. and later in many professional discourses. Contextually, she also finds him as a deft organiser, teacher, calligrapher and a man of intellect in a true sense.

➢ **Some talks about construction of Bengali Cactloguing Code by Joydeep Chanda, p.7-11**

Author describes the importance of catalogue code in the preparation of different kinds of entries for library documents in vernacular language. In the context, author explained several related topics in recording his decisions while constructing a catalogue code in the light of IT era.

➢ **Association News. p.11, p.12-18, 19-22, p.23**

- BLA is going to celebrate its 100th anniversary on the 20th December, 2024. With a view to publish a souvenir on the occasion, writings were being invited on the topic.
- BLA, Burdwan District Committee (West) organised the 2nd District Conference at Panagarh Village Primary School on March 24, 2024.
- In the presence of 27 council members, BLA organised its Council Meeting at its own Bhavan on November 6, 2022 at 11 a.m. The agenda of the meeting included confirmation of the proceedings of the last meeting, nomination of the personal members to the council, selection of the institutional members from different district of the council, formation of the executive committee for 2022, formation of different sub-committees for 2022-2024, finalization the programme of activities of the Association for 2022-2023, appointment of auditor for 2022-2023, reporting from District Committee and miscellaneous.
- Memoirs in the form of writings were being invited as BLA was pleased to announce to publish a festschrift

issue, dedicated to Arun Kumar Roy as a tribute to the immense inspiration.

- In the presence of 30 council members, BLA organised its Council Meeting at its own Bhavan on May 7, 2023 at 11 a.m. The agenda of the meeting included confirmation of the proceedings of the last meeting, approval of the budget of the Association for 2023-2024, appointment of auditor for 2023-2024, regularize the different district committees of the Association, finalization the programme of activities of the Association for 2023-2024, reporting from District Committee, distribution of Tinkari Dutta Memorial Medal for the best article published in Granthagar for 1426, 1427 and 1428 B.S. and miscellaneous.
- BLA appealed for free donation for its organ "Granthagar" to revive and develop and, at the same time requested for entering membership renewal process at the earliest.
- As a part of educational tour, BLA conducted a library visit to IIT Kharagpur Library on December 29-30, 2023.

➢ **Library News. P.23-24**

- Shri Shri Saradeswari Library celebrated its Diamond Jubilee with fullest enthusiasm and proper honour on November 27, 2023. Reported by Argharashi Manna
- In memory of Prof. Prabir Roy Chowdhury, WBPLEA of Howrah Districct Committee organised a camp for the slum children for free distribution of text books and other learning and teaching materials on February 11, 2024.

➢ **Library Workers' News. P.25-28**

- Bengal Library Association submitted its memorandum to the concerned over the issue of recruitment in higher secondary schools across the state.
- The Association was pleased to announce the final result of Cert. Lib. Course, 2023 along with merit list.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা
এখন পাওয়া যাচ্ছে

- বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। ১৯৮৯।
  মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা
- রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা
- ড: বিমলকান্তি সেন
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ :
  ইংরেজি - বাংলা; - ২য় সংস্করণ, ২০১৩।
  মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা
- গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী :
  ১৯১৫-১৯৩০, ১৯৯৪।
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা
- **Prof. Panigrahi, P. K., Raychaudhury, Arup, Chanda, Joydeep**
  Proceedings of Indkoha 2016.
  Price : Rs. 500.00
- **Ohdedar, A. K.**
  Book Classification - 1994
  Price : Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative Volume, 1998.
  Price : Rs. 200.00
- প্রবীর রায়চৌধুরী ও গ্রন্থাগার আন্দোলন।
  গৌতম গোস্বামী সম্পাদিত;
  সহ-সম্পাদক-জয়দীপ চন্দ, ২০১১
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা
- **Raychaudhury, Arup, Majumder, Apurba Jyoti, Chanda, Joydeep**
  Proceedings of Indkoha 2017.
  Price : Rs. 500.00
- **Raychaudhury, Arup and others**
  Proceedings of Indkoha 2019.
  Price : Rs. 500.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী ১৩৫৮-১৪২৮ ● সঙ্কলক ঃ অসিতাভ দাশ ও স্বগুণা দত্ত ● মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

২. গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ● বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী ● ১৯৩১-১৯৪৭ ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৩. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● সূচিকরণ ● সম্পাদনা ঃ প্রবীর রায় চৌধুরী ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থকার নামা ● ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত)
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ ● অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৫. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি ● দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৬. রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ● গ্রন্থাগার সামগ্রির সংরক্ষণ ● মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

৭. ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার ● পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগারপরিষদ ● মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা

৮. রামকৃষ্ণ সাহা ● বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ ● মূল্য ঃ ১২০০.০০ টাকা

৯. **Memorandum of Bengal Library Association ● Price : Rs. 10.00**

১০. **Ohdedar, A. K. The Growth of the library in modern India : 1498-1836 ● Edited by Arjun Dasgupta ● Associate editor : Dr. Krishnapada Majumder, 2019 ● Price : Rs. 300.00**

১১. **Bandopadhyay, Ratna ● Evolution of Resource description ● Price : Rs. 380.00**

PUBLISHED ON 25TH & 26TH OF EVERY ENGLISH CALENDAR MONTH

Regd. No. : R. N. 2674/57

THE BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

GRANTHAGAR

A Peer-Reviewed Monthly Organ of The Bengal Library Association in Bengali

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

Vol 74 No. 12 Editor : Shamik Burman Roy Asst. editor : Pradosh Kumar Bagchi March 2025

Board of Editors : Satyabrata Ghoshal Dr. Swapna Ray Goutam Goswami Dr. Joydeep Chanda

CONTENTS

Page

Shuvo hok Nabayatra (Editorial) 3

Dr. Subal Chandra Biswas 4

The influence of books and libraries on the life and work of Mao Zedong, the founder of modern socialist China

Dr. Moutusi Basak 8

Feluda in Satyajit's detective stories : a thematic review

Dr. Goutam Mukhopadhyay 12

Semantic Scholar: Artificial Intelligence driven Research Tool

Soma Chakraborty 15

Immediate Boss

Looking back while at the time of Centenary celebration 17

Association News 19

1. Seminar organised by South 24 Parganas District Branch
2. Kumar Munindra Deb Roy Mahasoy and Library Movement in Hooghly — A seminar organised by Hooghly District Branch
3. Donors' List

Library Workers' News 24

English Abstracts (Vol. 73, No. 12, March, 2024) 25

Printed & Published by Goutam Goswami for **Bengal Library Association.** Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. **Phone : 8276032102. E-mail : blacal.org@gmail.com, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World,** P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 9831161961.** *Editor :* **Shamik Burman Roy 9748702776(WA)**